

রবিবারের
দৈনিক

৮ পৃষ্ঠা

কলকাতা

শিলিগুড়ি ৯ বৈশাখ ১৪৩০ রবিবার ২৩ এপ্রিল ২০২৩

8

টাকা



সেপ্টেম্বরে ভারতে বাইডেন - ৭

পাগল বানাতে চাইছে বাড়ির লোক,
তাই পালিয়ে দিল্লিতে: মুকুল - ৩ইদে রিজওয়ানুরের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে
গেলেন মমতা, জানালেন শুভেচ্ছা - ৫ব্যাট হাতে আজই ইডেনে
ধোনীয়ুগের সমাপ্তি! - ৮

আজকের দিন

সূর্যোদয় — ৫ টা ১৫ মিনিট
সূর্যাস্ত — ৫ টা ৫৭ মিনিট

পূর্বাভাস
আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার
পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে,
দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

দিনের তাপমাত্রা

আজকের সন্ধ্যা
সর্বোচ্চ ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

গতকালের
সর্বোচ্চ ৩৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা
সর্বোচ্চ ৭১ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)
সামান্য।

কেরলে হুমকি চিঠি মোদিকে

তিরুভনন্তপুরম, ২২ এপ্রিল— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় আত্মঘাতী হামলার হুমকি। আগামী ২৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কেরালা সফর। আর সেখানেই এই আত্মঘাতী হামলা হবে বলে হুমকি চিঠিতে লেখা হয়েছে। এই মর্মে হুমকি চিঠিটি পৌঁছা কেরালায় বিজেপির-র রাজ্য দফতরে। এই ঘটনার পর তেলপাড়া শুরু হয়ে যায় দেশজুড়ে। কেরালায় হাই অলার্জি জারি করা হয়েছে।

সোমবার কোচিতে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই চিঠিতে প্রেরকের নাম এবং যাবতীয় তথ্য রয়েছে। সেই সূত্র ধরে কেরালা রাজ্য পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদিও ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, চিঠির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তার বক্তব্য, বিরোধী গোষ্ঠীর কেউ তার বন্দনা করতেন। এই চিঠি বিজেপি রাজ্য দফতরে পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে আটোঁসটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। অন্য দিকে, কেরাল পুলিশের অতিরিক্ত ডিবি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য যে মহড়া দেওয়া হয়েছিল, তার একাংশ ফাঁস হয়ে যায়। যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভার নিরাপত্তা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ প্রতিমন্ত্রী এম মুরলীধরন এই ঘটনাকে 'গুরুতর' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে এভাবে নিরাপত্তা বিস্তৃত হওয়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি দোষারোপ করেছেন রাজ্য পুলিশকেই।



নিজস্ব প্রতিনিধি — স্পষ্টীতির ঐক্যের দিন ছিল শনিবার। একই দিনে ছিল দুই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান — খুশির ইদ এবং শুভ অক্ষয়তৃতীয়া। সকাল নটা নাগাদ রেড রোডের ইদেরঅনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ইদেরঅনুষ্ঠান থেকেই সংখ্যালঘু ভোট ভাগ না হওয়ার বার্তা দেন মমতা। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধেও একাধিক ইস্যুতে সরব হন। মমতা এদিন বলেন, কোনও কোনও গদ্যকার ইদেরঅনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু ভোট ভাগের জন্য আইএসএফ, সিপিএম, কংগ্রেসকেও মমতা নিশানা করেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। মমতার এই 'গদ্যকার' মন্তব্যের লক্ষ্য যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেকথা বলাই বাহুল্য। এর আগেও মমতা ভোটের সময় টাকা ছড়ানোর অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। এবার টাকা নিয়ে মুসলিম ভোট ভাগের অভিযোগ আনলেন। বস্তুত সাগরদীঘি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে তৃণমূল প্রার্থীর হারের পরে সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে আগের মতো ততটা নিশ্চিন্ত নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ইদেরঅনুষ্ঠানেই আশ্বাস দিলেন সংখ্যালঘুদের যদি কেউ সুরক্ষা দিতে পারে, তাহলে সেটা তাঁর দল। এদিন রেড রোডের ধর্মীয় প্ল্যাটফর্মেই বিজেপির বিরুদ্ধে



ভোটভাগের চক্রান্তের আভাস দিলেন। বললেন, ধর্মের নামে ভেদাভেদ তৈরির চেষ্টা করছে অনেকে। তবে কোনও প্ররোচনায় পা দেনেন না। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সাল থেকেই সংখ্যালঘু ভোট বামেদের থেকে তৃণমূলের দিকে সরতে শুরু করেছিল। যত দিন গিয়েছে, ততদিন সংখ্যালঘু ভোট বাম্প্রায় একচেটিয়া অধিকার হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের। এমনকী একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও বিজেপি এই সংখ্যালঘু ভোট নিজের দিকে টানতে তেমন সফল হয়নি। তবে শনিবার বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাবছে, মুসলমান ভোট ভেঙে দেবে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। মমতার এই 'গদ্যকার' মন্তব্যের লক্ষ্য যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেকথা বলাই বাহুল্য। এর আগেও মমতা ভোটের সময় টাকা ছড়ানোর অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। এবার টাকা নিয়ে মুসলিম ভোট ভাগের অভিযোগ আনলেন। বস্তুত সাগরদীঘি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে তৃণমূল প্রার্থীর হারের পরে সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে আগের মতো ততটা নিশ্চিন্ত নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ইদেরঅনুষ্ঠানেই আশ্বাস দিলেন সংখ্যালঘুদের যদি কেউ সুরক্ষা দিতে পারে, তাহলে সেটা তাঁর দল। এদিন রেড রোডের ধর্মীয় প্ল্যাটফর্মেই বিজেপির বিরুদ্ধে

মহাকাশে ইতিহাস গড়ল ভারত

দিল্লি, ২২ এপ্রিল— পৃথিবীর কক্ষপথে ফের বিদেশের কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করে ইতিহাস গড়ল ইসরায়েল। শনিবার ২টা বেজে ১৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে সিঙ্গাপুরের দুটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পাঠানো হল। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সফল হল এই কাজে। এই দুটো উপগ্রহ হল TelEOS-২ এবং LUMELITE-৪। নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফে এই উপগ্রহগুলির উৎক্ষেপণ করা হল। এই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে প্রতিস্থাপন করতে সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সঙ্গে সিঙ্গাপুর সরকারের চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে এদিন দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হল। এই দুটি উপগ্রহের ওজন ৭৪১ কিলোগ্রাম ও ১৬ কিলোগ্রাম। সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং আবহাওয়ার পূর্বভাস দেবে এই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এই নিয়ে ৪২৪টি বিদেশি উপগ্রহ স্থাপন করল ইসরায়েল।

ডেরেককে

জবাব শুভেন্দুর আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অপপ্রচারের অভিযোগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বৃথার আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা হিন্সাবে ডেরেক ওয়ায়েন। বৃথার শুভেন্দু তাঁর আইনজীবী মারফত সেই নোটিসের জবাব দিলেন। 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' দলের রাজ্যসভার নেতা হিন্সাবে ডেরেক যে নোটিস পাঠিয়েছিলেন শুভেন্দুর আইনজীবী সরাসরি তাঁর বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। লিখেছেন, 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নামে কোনও দল এখন নেই। তৃণমূল নামে আঞ্চলিক একটি দল রয়েছে। তাই অস্তিত্বহীন কোনও সংগঠনের তরফে এমন নোটিস পাঠানোই যায় না।' আইনের দৃষ্টিতে ডেরেকের নোটিস 'অবৈধ' দাবি করে শুভেন্দুর আইনজীবী সূর্যনীল দাস অবিলম্বে সেটি প্রত্যাহার করতে বলেছেন ডেরেককে। নোটিস প্রত্যাহার করা না হলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে জবাব চিঠিতে।

ইদেই মিলল স্বস্তি, একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইদের দিনেই প্যাচপ্যাচে গরমের হাত থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যবাসী। বাংলার জন্য স্বস্তির খবর বয়ে আনল আবহাওয়া দফতর। ইদের সন্ধ্যায় কলকাতায় ছিটফেটা বৃষ্টি হতে পারে।

শনিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ায় দাপট থাকবে। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে আরও ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে, বৃষ্টি নামার আগে পর্যন্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।

ইদের দিনে আবহাওয়া কেমন ছিল? এবিষয়ে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে কলকাতার তাপমাত্রা। স্বস্তির খবর, এদিন শহরে বামঝুড়ি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৭৯ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ২৯ শতাংশ।

কেন এই বৃষ্টিপাত তার কারণ হিসাবে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এছাড়াও বাউখণ্ডের কাছে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে। এই দুই সাঁড়াশি চাপের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বাংলায় ঢুকেছে। তার জেরেই ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিন থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।

জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়া বৃষ্টির অনুকূল থাকবে দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্বুরিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায়।

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে। যা মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাথড় ও সংলগ্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টির পরিমাণ কমবে। রবিবারেও উত্তরের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ৩০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সোম ও মঙ্গলবারেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবার শনিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে হাওয়া বইতে পারে কলকাতায়। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। আগামী ২ দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও পরবর্তী ২ দিনে কলকাতার তাপমাত্রা আরও ২ ডিগ্রি কমতে পারে বলে অনুমান করছেন আবহাওয়াবিদরা।

জানা গিয়েছে, তাপপ্রবাহ আর থাকবে না। আগামী ৪-৫ দিন অন্তত তাপপ্রবাহ ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামবে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে, কোথাও আবার আংশিক মেঘলা আকাশ।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

বাপুজী কেক

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া

নিউ হাওড়া বেকারী (বাপুজী) প্রাঃ লিঃ পল্লব পুকুর, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৪

ট্রেড মার্ক নং ৪৭৬৩৭০ দেখে চিনুন।

ট্রেড মার্ক দেখে চিনুন।

NEW HOWRAN BAKERY(BAPUJI) PVT. LTD. পুরো নাম দেখে চিনুন।

NB চাপোলে দেখে চিনুন।

ঈদ মোবারক

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ও ঈদ উপলক্ষে সকল ক্রেতাগণকে জ্বাই সাধব আমন্ত্রণ

সোনা ও হীরের গহনার মজুরীতে ২৫% বিশেষ ছাড়

প্রতিটি কেনাকাটায় আকর্ষণীয় উপহার

হলমার্ক সোনার গহনার অপরূপ ডিজাইন ও অভিজাত সস্তার

পুরানো সোনার গহনার পরিবর্তে নিয়ে যান হলমার্ক সোনার গহনা

কর জুয়েলারী হাউস

প্রাঃ লিঃ

সোনা | রূপো | হীরে | গ্রহরত্ন

১৮৪/২, বি.বি.গান্ধলী স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০১২

ফোনঃ ২২৪১৯০১৩/৪০০৮৯০১৩

শহর ও জেলার খবর

‘পাগল বানাতে চাইছে বাড়ির লোক, তাই পালিয়ে দিল্লিতে’

নিজস্ব প্রতিনিধি— কেউই তাঁকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। না তৃণমূল না বিজেপি। দিল্লিতে হতো দিয়ে পড়ে থাকলেও দেখা করতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি বিজেপি নেতৃত্ব। তিনি মুকুল রায়। দিল্লিতে বসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাফ জানিয়ে দিলেন, মুকুল রায়কে নিয়ে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। আর এরই মধ্যে বিস্ফোরক দাবি মুকুলের। নিজের পরিবারের দিকেই আঙ্গুল তুলে তার দাবি, পরিবারের লোকজন মানসিক ওশারীলিক নির্বাহিত করে বলেই তিনি দিল্লি পালিয়ে এসেছেন।

তবে প্রবীণ রাজনীতিবিদ আর আগে দিল্লি সফর নিয়ে অন্য কথা বললেও এদিন পারিবারিক আশ্রিতর জন্য দিল্লি ‘পালিয়ে’ এসেছেন বলে কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, খালি হাতে বাড়ি ফিরে রাজনৈতিক হেনস্তার থেকে বাঁচার পথ খোলা রাখতে চাইছেন মুকুল। অবশ্য, এদিন তিনি পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগে তোলার পর তাঁর ছেলে শুভাংশু রায়



আর এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। উল্লেখ্য, সোমবার রাতে দিল্লি পৌঁছেন মুকুল। রাজধানীতে আসার কারণ হিসাবে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথাই সে সময় জানিয়েছিলেন। তবে শুক্রবার আগের বক্তব্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বলেছেন, বাড়ির লোক

বাড়ির লোক অসুস্থ অসুস্থ করে পাগল প্রমাণের জন্য মনের উপর একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই বাড়ির কাউকে না জানিয়েই দিল্লিতে চলে এসেছি।

তবে তাকে পাগল প্রমাণিত করে বাড়ির লোকের লাভ কি তা জানাতে পারেননি মুকুল। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এতে তাদের কী লাভ তা তারাি জানে। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ হয় না। উলটে যে লোকটা সুস্থ আছে তার মনের উপর চাপ তৈরি হয়।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে মুকুলের দিল্লি আগমনের পর থেকেই শুভাংশু দাবি করে আসছিলেন, তাঁর বাবা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। মুকুলের দিল্লি সফরের পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে এমনটাও অভিযোগ করেছিলেন তিনি। অথচ সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আবার মুকুল বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে তাঁকে পাগল পুলিশ বানানী। এই নামাজ উপলক্ষে ইমামদের শুভেচ্ছা ও সন্মান দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। অন্যদিকে ফুরফুরা শরিরের প্রতিষ্ঠিত দারুণ সানাম মসজিদে ইদের নামাজ পাঠ করান পীর শাইখ মিশকাত সিদ্দিকী। ফুরফুরার প্রাচীন মাদনী মসজিদে ইদের নামাজ পরিচালনা করেন পীরজাদা সওদান সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা জব্বিদ্দাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী সহ অন্যান্য পীরসাহেবগণ। ধনপোতা ও ছোট দরবার শরিফেও ইদের নামাজে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। পীর হোসেন সিদ্দিকী, পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী ছাড়াও অসংখ্য পীর সাহেব ইদের নামাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইদের পর বিকট আওয়াজেগণ বানো সহ অন্য সম্প্রদায়ের কাছে এই উৎসব যাতে অসম্ভব সুষ্ঠু না করে, সেই বার্তা দেয় পীরজাদা মোসফেকিন সিদ্দিকী, পীরজাদা মনতাকিম সিদ্দিকী, পীরজাদা এশহাক সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা আবুজার সিদ্দিকী, পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকী ও পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী সহ অন্যান্যরা। ফুরফুরার সীতাপুর ও সুফিয়া দরবার শরিফেও প্রবল উৎসাহে ইদের নামাজ পালিত হয়। পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী এবং অন্যান্যরা নামাজ আদায়ে শরিক হন।

নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগের কথা উড়িয়ে দিলেন তাপস ঘনিষ্ঠ নদিয়ার তেহট্টের ব্লক সভাপতি ইতি সরকার

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ২২ এপ্রিল— নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর যোগের কথা উড়িয়ে দিলেন নদিয়ার তেহট্টের ব্লক সভাপতি ইতি সরকার। শনিবার তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। ইতি জানিয়েছেন, স্থানীয় বিধায়ক হিসাবে তিনি তাপস সাহাকে চেনেন। এর থেকে বেশি কিছু জানেন না। একইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ঠাা নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইতি। এদিন সকালে ইতি সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই।

শনিবার সকালে বিধায়ক তাপস সাহার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিবিআই অধিকারিকরা যান এলাকায় তাপস ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তেহট্টের ব্লক সভাপতি ইতি সরকারের বাড়িতে। এদিন ইতি জানিয়েছেন, তিনি খণ জর্জরিত। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন করে তিনি সংসার চালান। তাঁর সঙ্গে চাকরি প্রার্থীদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কাছে কোনও চাকরি প্রার্থী আসেননি বলেও দাবি করেন এই তৃণমূল নেত্রী।

স্থানীয় একটি স্কুলে পোশাক সরবরাহ করেন ইতি। সেই ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত অঞ্চলে সমবায় মাধ্যমে তিনি এই বরাত পেয়েছেন। তৃণমূল করেন বলেই

স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। এর থেকে বেশি কিছু নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় তৃণমূলকর্মী হিসেবেই পরিচিত ইতি। তিনি যে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ তাও মানছেন স্থানীয়রা। সেইসঙ্গে এলাকার লোকজন সমবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ইতি সরকার পোষিত স্কুলে ইউনিফর্ম সপ্লাই করেন। নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে এর কোনও যোগ রয়েছে কিনা সবটা খতিয়ে দেখতেই ইতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

তেহট্টের বেতিয়া এলাকায় বাড়ি ইতি সরকারের। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, পারিবারিক অনুষ্ঠান হলে ইতির বাড়িতে আসতেন বিধায়ক তাপস সাহ।

ইতির শাশুড়ি সবিতা সরকার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। কিছু কাগজপত্র দেখেছেন। তাপস সাহ দু’বার তাঁর বাড়িতে এসেছেন বলেও জানান তিনি। একবার নির্বাচনের সময়, অপরটি পাশেই একটি অনুষ্ঠানের সার্থে। সবিতার কথায়, আমার বউমা রাজনীতি করতেন না। কোনও পদেও তিনি নেন। বিভিন্ন স্কুলে ইউনিফর্ম সপ্লাই করেন।



ইলিয়ট রোডের ৮৭ নং বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন।

‘রাজনৈতিক চক্রান্ত হয়েছে, সিবিআই চলে যেতেই অভিযোগ তৃণমূল বিধায়ক তাপসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ২২ এপ্রিল— টানা ১৪ ঘণ্টার পর নদিয়ার তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহার বাড়ি থেকে বেরোয় সিবিআই। কিন্তু তেহট্টে ছাড়াই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। বরং অঞ্চলে ছবে বেড়াচ্ছেন তদন্তকারীরা। দ্বিপুরে দিন সকাল সওয়া টা নাগাদ তেহট্টের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন সিবিআইয়ের অফিসাররা। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে এই বিধায়ক সিবিআই অফিসারদের সঙ্গেই রাত কাটিয়েছেন। তাপস সাহার বাড়ির একটি পুকুরে তল্লাশি করে সিবিআই। পুকুরের ধারে কিছু নথি পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছিল। তাই ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে সিবিআই। পোড়া নথির বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে সিবিআই বলে খবর। আর তাপস সাহার বাড়ি থেকে সিবিআই টিম বেরিয়ে সোজা চলে যায় তাঁর প্রাক্তন আওস্তহায়ক প্রবীর কয়ালের বাড়িতে। তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ততক্ষণে তাপস সাহার বাড়িতে অনুগামীদের ভিড় বাড়তে থাকে। যদিও তাপস সাহা এদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হননি। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে।

অন্যদিকে তাপস সাহাকে সারারাত দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তাঁর বিধানসভা এলাকার দুই ঘনিষ্ঠ মিঠু শাহ এবং মলয় বিশ্বাসকে নিয়েও বিধায়ককে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে সিবিআই। এমনকী ভোর টো নাগাদও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ-পর্ব চলে বলে সূত্রের খবর। সিবিআইয়ের ১২ জন অফিসারের প্রবেশ মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। তবে তিনি বিচলিত না হয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬৮টি নথি উদ্ধার করে সিবিআই। তবে সেগুলি মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। আগের নথি নাকি নতুন তা খতিয়ে নিয়েছেন অফিসাররা।

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস সাহাকে আবার বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। সিবিআই অফিসাররা তেহট্ট চবে বেড়াচ্ছেন আরও কিছু তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ের জন্য। তারপর আবার এসে বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। এখনই তিনি নিশ্চিত নন। তবে তিনি স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করছেন বলে খবর মিলেছে। সিবিআই চলে যাওয়ার পর তাপস সাহা বলেন, শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগায় আসেন সিবিআই-এর প্রতিনিধি দল আসে। তারা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত নথি দেখতে চান। পাশাপাশি অফিস, বেডরুম, বাথরুম, রান্নাঘরেও তল্লাশি চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। এদের ড. বি আর আবেদকর কলেজ যেখানে আমি পড়াশোনা করেছি বর্তমানে যে কলেজের সভাপতি সেখানে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা।

তিনি আরো বলেন, আমাকে কেউ ফোন করেন। আক্ষেপ হয়, অনুশোচনা হা! লড়াইয়ের আরও কঠিন জায়গায় তৈরি করে দিল। তিনি কেন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি? সংবাদ মাধ্যমের এই প্রশ্নের জবাবে তাপসের পালটা জবাব, আমার কী প্রয়োজন। আমাকে তো তাদের প্রয়োজন!

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত তাঁর মাথার উপর রয়েছে বলে দাবি করেছেন তাপস। তিনি বলেন, তাঁর আশীর্বাদ আমার মাথায় রয়েছে। অভিনেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বলতে পারব না। হ্যাঁ হয় না, কথা হয় না। দেখতে তাঁর অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তিনি নিজেই প্রতারিত হয়েছেন বলে দাবি তাপসের।

বিপুল উদ্দীপনায় ফুরফুরা শরিফে ইদের নামাজ নুরুল ইসলাম খান

শনিবার প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমগ্র রাজ্যে পালিত হয় পবিত্র ইদুল ফিতরের নামাজ। দীর্ঘ মাসভোর রোজার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই ইদ উৎসব বিশাল পুরস্কার স্বরূপ। কলকাতার খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস, তপসিয়া ও রাজবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় মহান এই উৎসবের রেশ ছড়িয়ে পড়ে কোশে কোশে। মসজিদ বা ইদগাহ নামাজ শেষ হবার পর ধর্মপ্রাণ মানুষরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি বা আলিঙ্গন করেন। বিশেষ করে শিশুদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদেরও উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা। বেশির ভাগ নামাজের প্রার্থনায় উঠে এসেছে সমগ্র সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মঙ্গলের সুর।

প্রবল দাবদাহেও নামাজে মানুষের ভিড় ছিল নজর কাড়া। বহু জায়গায় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা এদিন চোখে পড়ে। উৎসবে কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যাতে না হয় তার জন্য সতর্ক ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই নামাজ উপলক্ষে ইমামদের শুভেচ্ছা ও সন্মান দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। অন্যদিকে ফুরফুরা শরিরের প্রতিষ্ঠিত দারুণ সানাম মসজিদে ইদের নামাজ পাঠ করান পীর শাইখ মিশকাত সিদ্দিকী। ফুরফুরার প্রাচীন মাদনী মসজিদে ইদের নামাজ পরিচালনা করেন পীরজাদা সওদান সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন পীর আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা জব্বিদ্দাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী সহ অন্যান্য পীরসাহেবগণ। ধনপোতা ও ছোট দরবার শরিফেও ইদের নামাজে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। পীর হোসেন সিদ্দিকী, পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী ছাড়াও অসংখ্য পীর সাহেব ইদের নামাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইদের পর বিকট আওয়াজেগণ বানো সহ অন্য সম্প্রদায়ের কাছে এই উৎসব যাতে অসম্ভব সুষ্ঠু না করে, সেই বার্তা দেয় পীরজাদা মোসফেকিন সিদ্দিকী, পীরজাদা মনতাকিম সিদ্দিকী, পীরজাদা এশহাক সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা আবুজার সিদ্দিকী, পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকী ও পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী সহ অন্যান্যরা। ফুরফুরার সীতাপুর ও সুফিয়া দরবার শরিফেও প্রবল উৎসাহে ইদের নামাজ পালিত হয়। পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী এবং অন্যান্যরা নামাজ আদায়ে শরিক হন।

বৌদিকে হতার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাউগ্রাম, ২২ এপ্রিল— প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে সাড়া না পেয়ে সম্পর্কিত বৌদিকে হতার

অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম রঞ্জিত মান্ডি বাড়ি লাউদহ গ্রামে। এদিন ধৃত ব্যক্তিকে বাউগ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেজাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য গত ১৮ এপ্রিল সার্করাইল থানার লাউদহ গ্রামের এক মহিলা পূর্ণিমা মান্ডি গ্রামের পাশে মঙ্গলবাথি খাল এলাকায় ছাগল চড়াতে গিয়েছিলেন। পরে ওই দিন সকাল দশটা নাগাদ খাল পাড় এলাকায় গ্রামের অন্য এক মহিলা দেখেইন পূর্ণিমা মান্ডির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ খুঁজে রয়েছে। এরপর তার পরিবারের লোকজন গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার পর কিশোর খবর দেওয়া হলে সার্করাইল থানার পুলিশ প্রথমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেন। পরে ২১ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার মৃত্যর স্বামী রঞ্জিত মান্ডির নামে সার্করাইল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

সৌজন্যের আবহে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ



নিজস্ব প্রতিনিধি— সৌজন্যের নজির তৈরি হল দু’জনকে ঘিরে। একজন হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে প্রচারের আলোয় এসে গিয়েছেন যিনি। অনেকে বলছেন, সমাজসংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর একের পর এক নির্দেশ নিয়োগ দুর্নীতিকে সামনে রেখে প্রশংসিত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। অন্যজন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে যুজ্জিাল সামনে রেখে বিরোধীদের তোলা বিভিন্ন অভিযোগ ফলা ফলা করে দিচ্ছেন চলচেষ্টা বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তিনি হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। স্বাভাবিকভাবে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ প্রবেশদায় ফেলেছে রাজ্য সরকারকে। আর অন্যদিকে কুণাল ঘোষ বারবারই বলেছেন, আইন আইনের পথেই চলবে। যারা দুর্নীতিতে জড়িত, তাদেরকে রোয়াত করবে না দল। কুণাল ঘোষের বিভিন্ন বিশ্লেষণ শাসক দলকে ফ্রস্ট ফ্রস্ট রাখার জন্য। কিন্তু কোথাও যেন কুণাল ঘোষের বিভিন্ন মন্তব্য নিয়ে রাজ্য রাজনীতির কুশলিবরা প্রশ্ন তুলছেন। এমনই এক আবহে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আচমকই মুখোমুখি হলেন সংবাদমাধ্যমের এক অনুষ্ঠানে। সৌজন্য বিনিময়ের পাশাপাশি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আচমকই জানতে চান, কুণাল ঘোষ নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন কিনা? প্রত্যুত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মুখপাত্র বলেন, না, আপনি তো আজকে মামলার বাইরে দলের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এরপর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কুণালকে সঙ্গে করমর্দন

রাজ্যে পর্যটক টানতে আরও ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ ও ‘রোপওয়ে’

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

দেশবিদেশের পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ ব্যবস্থা এবং ‘রোপওয়ে গড়ে তোলার ওপরে জোর দিচ্ছে রাজা সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান, অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে পর্যটন শিল্পকে আরও চাঙ্গা করে রাজ্যের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। তাঁর নির্দেশ মতোই, পর্যটন শিল্পকে আরও সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্যের পর্যটন দফতর। লক্ষ্য একটাই, পর্যটন শিল্পকে এই রাজ্যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও তাই। দেশবিদেশের আরও পর্যটক টানতে পরিকাঠামো আর পরিষেবা উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে একগুঁড় প্রকল্প সামনে রেখে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পগুলির অন্যতম হল, রোপওয়ে, এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ব্যবস্থাপনা। রাজ্যের পর্যটন দফতর সূত্রের খবর, এই রাজ্যে আপাতত পাঁচটি পর্যটন কেন্দ্রে রোপওয়ে গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন দফতরের কর্তারা। একই সঙ্গে আরও পাঁচটি জায়গায় থাকবে ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের’ ব্যবস্থাও। এ ব্যাপারে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বিভাগীর কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকও করছেন। দফতরের অভিকর্ষা জানিয়েছেন, পর্যটন দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল তথ্য কিয়ঙ্গ চালু করার কাজ চালালে হচ্ছে। এইসব কিয়ঙ্গের গাড়ি কলকাতা সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবে। শহরের বিভিন্ন রাস্তার মোড়, সেনা প্রাঙ্গণে, শপিং মলের সামনে রাখা হবে এই ধরনের গাড়িকে। বিভিন্ন এলাকায় বেড়াতে যেতে আগ্রহী পর্যটকরা এইসব কিয়ঙ্গ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে সবিস্তার তথ্য জানতে পারবেন। কীভাবে যাওয়া যাবে, কোথায় থাকবেন, সব বিষয়েই বিস্তারিত তথ্য পাবেন পর্যটকরা। রাজ্যের বিমানবন্দরে নেমেই দেশবিদেশের পর্যটকরা যেন সবরকম তথ্য হাতের মুঠোয় পেয়ে যান, সে কারণটি মাথায় রেখেই বিমানবন্দরগুলিকেও স্থায়ী কিয়ঙ্গ গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নিয়েছে রাজ্য।

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই পরিস্ফুত পানীয় জল ও সৌর বিদ্যুৎ

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

খায়রুল আনাম

আসম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের লক্ষ্যে, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়ে তার কাজ দ্রুত শুরু করে দিতে চাইছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ শুরুও করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অনুরূত সাতটি জেলাকে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এনে, ওই সব জেলাগুলির সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। এই সাতটি জেলা হলো—বাকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম। এই সাতটি জেলার অধিকাংশই খরা প্রবণ হওয়ায় কারণে জেলাগুলিতে পরিস্ফুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে গিয়েছে। এই সমস্ত জায়গায় গ্রীষ্মকালে জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে পানীয় জলের সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয়। প্রতিটি ভোটেই রাজনৈতিক দলগুলি এই জেলাগুলির পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কথা বললেও, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় না বলে অভিযোগও রয়েছে।

ধারাবাহিক এই অভিযোগ খণ্ডন করতে এবার পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ করে, এই সাতটি জেলার পানীয় জলের সমস্যা মোটাতে পরিস্ফুত পানীয় জল প্রকল্প ছাড়াও পুকুর সংস্কার, রাস্তা মেরামত এবং নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল ল উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঙ্গদা জানিয়েছেন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ বকেয়া রয়েছে, সেই সমস্ত কাজ যাতে দ্রুত শেষ করা যায়, তার নিশ্চেষ্ট দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রকল্পের কাজগুলি দ্রুত শুরু করা হবে। এজন্য ১৮৯ কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শঙ্কর নন্দরও বলেছেন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অধীন সাতটি জেলার সার্বিক উন্নয়নে ৩১টি প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজ করা হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সাতটি জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১০০টি প্রকল্প বিদ্যুৎ চালিত পরিস্ফুত পানীয় জলের সরঞ্জাব বনানো হবে। এই কাজে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এবং সরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে যদি পরিস্ফুত পানীয় জলের সমস্যা থাকে তাহলে, সেগুলিতে আধ্যাধিকারের ভিত্তিতে পরিস্ফুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য ইতিমধ্যেই পরিস্ফুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে এমন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ চালিত প্রতিটি পরিস্ফুত জল প্রকল্পের জন্য বার্য করা হবে ৩০ লক্ষ টাকা করে। এরফলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর বিদ্যুৎ মাণ্ডুল গুনতে হবে না। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে থাকা সাতটি জেলায় ২১১টি নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পে পুরুলিয়ায় ২টি ও বাকুড়ায় ১টি বড় পুকুর সংস্কার করা হবে। পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের নিজস্ব কোনও অফিস ভবন না থাকার কারণে, সেখানে ভাড়া বাড়িতে পর্ষদের অফিস চালাতে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা ভাড়া বাদ দ গুনতে হচ্ছে। তাই ওই দুই জেলায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ আধুনিক মানের নিজস্ব অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

^[1] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[2] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[3] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[4] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[5] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[6] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[7] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[8] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[9] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[10] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[11] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[12] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[13] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[14] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[15] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[16] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[17] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[18] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[19] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[20] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[21] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[22] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[23] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[24] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[25] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[26] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[27] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[28] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[29] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[30] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[31] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[32] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[33] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[34] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[35] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[36] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[37] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[38] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[39] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[40] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[41] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[42] পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের সাত জেলায় অনুমোদন ১৮৯ কোটি টাকা

^[43] পশ



চিনকে হারান ভারত

ভারতই পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ। তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলছে তো চলছেই। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের এক তালিকা প্রকাশ করে বলেছে এখন ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। চিনের জনসংখ্যা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ বেশি। ১০৫০ সাল থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ জনসুমারি প্রকাশ করছে। এতদিন চিনই ছিল বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল দেশ। ভারত এ ক্ষেত্রেও এখন টেককা দিল চিনকে। চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। কী করে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে লাগাম আনা যায়, তার উপায় খোঁজা হয়। কারণ চিনের প্রশাসন মনে করেছিল যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা থামাতে না পারলে, দেশে একটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। পণ্য উৎপাদন, খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন সমভাবে বাড়াতে হবে— তা সম্ভব নাও হতে পারে।

তাই চিনের ক্রমদ্রাসমান জনসংখ্যার প্রদান কারণ— তাদের এক সন্তান নীতি। শুধু এই নীতি প্রণয়ন করেই চিন বসে থাকেনি। এই নীতি যাতে চিনের জনগণ কঠোরভাবে পালন করেন, তার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। অন্য সব জনহিতকর প্রকল্পের তুলনায় এই এক সন্তান নীতি কার্যকর করার জন্য বিবির ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। তার ফল পেল চিন। এখন চিন বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। আর সবচাইতে জনবহুল দেশ হল ভারত। তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে তমন কোনও ঝঁষ আছে বলে মনে হয় না বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকারের। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কী ভাববে ভারত সরকার? মোদি সরকার অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে কোনও বিল সংসদে আনবে? এই প্রশ্ন এখন উঠেছে অনেকের মনে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের এক মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভায় এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। তবে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে এসেছে। মন্ত্রিসভায় বিষয়টি উঠবে কিনা, তাও তিনি জানেন না। তবে যেভাবে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা উদ্বেগের বলে স্বীকার করে নেন এই মন্ত্রী মহোদয়। এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত, তা মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করেন ভারত ও চিনে। জনসংখ্যার মাপকাঠিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মালদ্বীপ। সে দেশের জনসংখ্যা মাত্র ৩৪ কোটি অথচ আমেরিকা সবদিক থেকে বিশ্বের অন্যতম পরাক্রমশালী দেশ। গত কয়েক বছর চিনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে অস্বাভাবিক ভাবে। আর ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে লাগামহীন ভাবে। ভারত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণজনিত কোনও নীতি এখনও প্রণয়ন করেনি বলে ভারতের স্থান এ ব্যাপারে সবার ওপরে। জনসংখ্যা যে গতিতে বেড়ে চলেছে, তারওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ না চাপালে, ভারতের জনসংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই ১৪৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

চিনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। চিনে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৯০ কোটিরও বেশি। চিন জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে তার ফল পেল। কিন্তু ভারত এ ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ভারতে শুধু জনসংখ্যাই বাড়ছে না, তার সাথে সাথে অনেক সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে, অভাবী, দারিদ্র-পীড়িত লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়ছে বেকারত্ব। এখন ঘরে ঘরে বেকার। তাছাড়া এই বিপুল জনসংখ্যার সবচাইতে বড় অংশ অভাবগ্রস্ত। তাদের কর্মসংস্থান সীমিত। সুতরাং জনসংখার নিরিখে একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে ভারত। এইই মধ্যে একা শ্রেণির মানুষ, তাদের বিত্ত, তাদের সম্পত্তি, বিষয়আশয় বাড়িয়ে নিচ্ছে। গরিব আরও গরিব হচ্ছে— অভাব জাঁকিয়ে বসেছে সমাজের অবহেলিত নীচুতলার মানুষের ঘরে ঘরে।

এই বিশাল ভারত সমস্যাায় জরাজীর্ণ। মানুষের মৌলিক সমসয়ার এখনও সূত্ব সমাধান হয়নি। অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের সুযোগ যা মিলেছে, তা সামান্য। এখনও গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহের ফলে তীব্র পানীয় জলের অভাব। অথচ ভারত স্বাধীন হয়েছে সাত দশকের ওপর। এখনও শিক্ষিত বেকাররা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর মুখে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রোগাণ। মানুষের ক্ষুধার নিবাণন না করে কী করে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে, সেটাই প্রশ্ন। জনসংখ্যা বাড়লে সমস্যাও বাড়বে। কিন্তু তা সমাধানের রাস্তা আছে কি?



সংক্ষিপ্ত সংবাদ

পুলিশের হুমকিতে ফল

দিন কয়েক আগে একটি সংস্থার কর্ণধার মি. এ ডি গর্ডনের নির্যেে সেনার সিগারেট কেসটি চুরি হয়েছিল। সিগারেট কেসটির দাম ৩০০ টাকা। ওয়াটার্লু থানার ইন্সপেক্টর ছয়ে মামলাটি হাতে নিয়েছিলেন। তিনি গর্ডনের বাড়ির পরিচারকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিগারেট কেসটি পাওয়া না গেলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থানেনওয়া হবে। পুলিশের সতর্কতায় কাজ হয়েছে, কারণ পরের দিন সকালে একটি সাফ আয়নার ড্রয়ারে সিগারেট কেসটি পাওয়া গিয়েছে। আগে গোটা বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এই ড্রয়ারটিও খোঁজ হয়েছিল কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।

নোয়াখালিতে বিধ প্রয়োগে মৃত্যু

নোয়াখালি জেলার একটি গ্রামে পুরো একটি পরিবারকে বিধ প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। কবাসী দে নামে এক ব্যক্তি, তার স্ত্রী ও মেয়ে ভাত ও তরকারি খেয়ে অসুস্থ বোধ করে। অনতিবিলম্বে কবাসী ও তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ওই দম্পতির মেয়ে কবশা আন্ত্রে আন্ত্রে সুস্থ হয়ে ওঠে। খবর পড়ে গ্রামের চৌকিদারের সন্দেহ হয়। সে পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য রওনা দিয়ে গ্রামবাসীদের বলে যায় পুলিশ আসার আগে যেন দেহদুটিকে দাহ করা না হয়। গ্রামবাসীরা অবশ্য পুলিশ আসার আগেই দেহদুটির উত্তোষ্টি সেয়ে ফেলে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

বিহারে সমবায় আন্দোলন

পটনা মহকুমার সারনে সমবায় আন্দোলন সফল হয়ে উঠেছে। সেওয়ান কেন্দ্রীয় সমবায় লিমিটেডের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট স্টেটসম্যান পত্রিকার কাছে পৌঁছেছে। স্করটা খুব সাধারণ হলেও মনে হচ্ছে এই ব্যাঙ্ক সর্বসাধারণের জন্য খুবই জরুরি ভূমিকা নিতে পারবে। শহরে থেকে সমবায় আন্দোলন সারনে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হচ্ছে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। সমবায় সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই এগুলি সম্পর্কে

জনগণ নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করছেন। তাই মনে হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে তা সফল হবে।

দেশলাই মামলা

এক বাঙ্গ জাপানি দেশলাই কাঠি থেকে যে এতবড় বিপত্তি ঘটতে পারে কে জানত। মি. এডওয়ার্ড লকের ওয়েস্ট কোর্টের পকেটে এক বাঙ্গ জাপানি দেশলাই ছিল। হঠাৎ সেগুলি ফেটে গিয়ে তাঁর ওয়েস্ট কোট এবং ভেস্ট বেশ খানিকটা জ্বলে যায়। লক নিজেও এতে রেগে আনত হয়ে গিয়েছেন। জাপানের কনসাল জেনারেল এচি এম মিকাড়োর বিরুদ্ধে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। আবেদনে দেশলাই কাণ্ডের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে লক জানিয়েছেন, এর ফলে তাঁর ৭০ টাকা দামের নতুন পোশাক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমন তাঁর কী কর্তব্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা জানতে চেয়েছেন তিনি। ম্যাজিস্ট্রেট লককে জানিয়েছেন পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ নয়। লকের উচিত কোনও অফিসজীবীর পরামর্শ নেওয়া। ক্ষতিপূরণ চাইলে লক কোনও দেওয়ানি আদালতে যেতে পারেন বলে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়ে দিয়েছেন।

কলকাতায় আরেক জন ছাত্র গ্রেফতার

রাজনৈতিক অপরাধে জড়িত থাকার দায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এক ছাত্রকে বেনারস থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আদালতের অতর্কতী আদেশ অনুযায়ী তাকে কলকাতায় এনেছে পুলিশ।

গুলি নিয়ে তদন্ত

বঙালি মনোহর অভ্যলের একটি পুকুর থেকে ১৫০০-এরও বেশি বন্দুকের গুলি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। পুকুর থেকে বাঙ্গ ভরতি গুলির আবিষ্কার নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। সমবায় অপরাধ ক্ষম বিভাগ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারত : সমস্যা এবং সুযোগ

চিনকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হল ভারত। বৃথবার প্রকাশিত ‘দ্য স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড’ পপুলেশন রিপোর্ট, ২০২৩-এ দাবি করা হয়েছে, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লাখ। আর চিনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লাখ। অর্থাৎ চিনের চেয়ে ভারতের জনসংখ্যা এখন ২৯ লাখ বেশি।

২০২১ সালে চিনে তুলনামূলক বেশ কম মানুষের জন্ম হয়েছিল— মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ। সে বছর দেশটিতে বড় মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সংখ্যাটা তার চেয়ে সামান্য বেশি। গত বছর জনসংখ্যার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল চিন। এরপর থেকে দেশটির জনসংখ্যা কমাতে শুরু করে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের জনসংখ্যা উর্ধ্বমুখী। তবে ১৯৮০ সাল থেকে দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী।

ভারতেও বিগত কয়েক দশকে জন্মহার কমেছে। দেখা গেছে, ১৯৫০ সালে যেখানে একজন ভারতীয় নারী গড়ে ৫.৭টি সন্তান জন্ম দিতেন, বর্তমানে তাঁরা জন্ম দিচ্ছেন গড়ে দুটি সন্তান। তবে এই হার কমার গতি একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, এ অবস্থায় ভারতে এর প্রভাব কী হতে পারে? শুধু চিনই নয়, এশিয়ার অনেক দেশেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারতের চেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে। বলা যায় কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডের মতো। দেশগুলো ভারতের অনেক পরে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। তবে ভারতের আগে তারা নিজেদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। ভারতের চেয়ে দেশগুলোর মানুষের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। ১৯৮৩ সালে চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১ শতাংশ। এর আগে ১৯৭৩ সালে এই হার ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ মাত্র ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানবাধিকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে চিন সরকার। দেরিতে বিয়ে এবং এক সন্তান

চিনের হঠাৎ তৎপরতা

আকস্মিকভাবে চীনের মধ্যস্থতায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে দৃশ্যত তৃতীয় দফার একটি উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এ উদ্যোগ নিয়ে কোন হাকডাক নেই। আলোচনা চলেছে অনেকটা নীরবে এবং সংবাদমাধ্যমের আড়ালে।

পাঁচ বছর আগে চীনের সর্বশেষ উদ্যোগ বার্থ হয়ে যাওয়ার পর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি অনেকটা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন যে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে অগ্রগতি হবে না। বিবিসির খবর, সাম্প্রতিক সময়ে হঠাৎ করেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি আবারো আলোচনায় এসেছে। বিষয়টি নিয়ে মিয়ানমার খানিকটা নড়াচড়া করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনের এই ভূমিকার পেছনে একটাই কারণ, জিও-পলিটিক্স বা ভূ-রাজনৈতিক।

খবরে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার চীনের মধ্যস্থতায় সেদেশের কুনমিংয়ে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনের ত্রিপাক্ষিক একটি বৈঠক শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সেখানে অংশ নিয়েছেন।

এটা বেশ পরিচর্য করে চীনের কারণেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পালে হাওয়া লেগেছে। প্রশ্ন উঠছে, বেশ কয়েক বছর নীরবতায় পর চীন কেন এখন আবার সক্রিয় হয়েছে? এর আগেও যে দুই-দফা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, সেখানেও ভূমিকা রেখেছিল চীন।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে অনেকটা নীরবে ঢাকা সফর করে যান চীনের বিশেষ দূত হেং সি জুন। সেই সময় তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। তবে চীনের বিশেষ দূত কেন চীন এসেছিলেন সে বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে আনুষ্ঠানিক কোন ব্রিফিং হয়নি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, তার সফরের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন।

ধারণা করা হচ্ছে, সে ধারাবাহিকতায় কুনমিংয়ে এই ত্রিপাক্ষীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপুত্র মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেছেন, এটা যে একেবারে হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, সেটা বলা যাবে না। চীন যে একেবারে সব চেষ্টা বন্ধ করে বসেছিল, তা নয়। মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ, করোনা ইত্যাদি কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল।

মিয়ানমারের সঙ্গে বরাবরই চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে জাতিসংঘে মিয়ানমারের সামরিক জাহার বিরুদ্ধে যেসব প্রস্তাব আন হয়েছিল, তাতে বরাবর ভেটো দিয়েছে চীন। কারণ চীন সবসময় চেয়েছে, মিয়ানমারে যেন চীনের বন্ধ ভাবাপন্ন একটি সরকার ক্ষমতায় থাকে।

সাঁউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো বেলিডারের (যেব) এর সাখাওয়াত হোসেন বলছেন, মিয়ানমারের চীনের একটা ভূমিকা আছে, জাতিসংঘে সবসময় তারা মিয়ানমারের পাশে থেকেছে। তার ফলে চীনও বৈশ্বিকভাবে একটা প্রশ্নের মধ্যে পড়েছে। চীন এভাবে এগিয়ে আসার একাই প্রধান কারণ। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর মাধ্য়ে মিয়ানমারে চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থও রয়েছে। মিয়ানমারের আরাকান এলাকাসও চীনের স্বার্থ রয়েছে। আরাকান অঞ্চ লে দীর্ঘদিন

নিতে নাগরিকদের ওপর একপ্রকার জোরজবরদস্তি চালিয়েছে দেশটি।

অন্যদিকে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বেশিরভাগ সময় ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক অনেক বেশি ছিল— প্রায় ২ শতাংশ। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের এখনও বেশি। কারণ, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মৃত্যুহার কমেছে, বেড়েছে গড় বয়স ও আয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সামাল দিতে ১৯৫২ সালে একটি পরিবার পরিকল্পনা

ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ যুব সম্প্রদায়ের হওয়ায় তা ভারতীয় অর্থনীতিকে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে চিনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বৃদ্ধ হওয়ায় তা দেশের অর্থনীতির ওপর বড় বোঝা বলে মনে করা হচ্ছে। ‘হোল নান্ধারস অ্যান্ড হাফ ট্রুথস : হোয়াট ডেটা ক্যান অ্যান্ড ক্যান নট টেল আস অ্যাবাউট মডার্ন ইন্ডিয়া’ বইয়ের লেখক রুক্ষিনী এস বলেন, কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা যত কমবে, ততই বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী বাড়বে। তাই সরকারের পরিবার কাঠামোর বিষয়ে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

প্রকল্প চালু করেছিল ভারত সরকার। এরপর ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করে সরকার। সেই সময় ভারত যখন সবে জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, চিন তখন পুরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল।

১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সে সময় ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় অভিযোগ উঠেছিল। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মানুষের ওপর জোরজবরদস্তি চালিয়ে তাদের সন্তান জন্ম

দমানের ক্ষমতা নষ্ট করা হয়েছিল। এ নিয়ে অনেকমিশর (সিএমআইই)- দেওয়া তথ্য দেখা দিয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারি না করা হলে এবং রাজনীতিকরা আরও ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে ভারতে জন্মানের হার আরও

দিক দিয়ে ভারতের বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। এই তরুণ প্রজন্ম ভারতে নীতি কার্যকর করে সরকার। সেই সময় ভারত যখন সবে জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, চিন তখন পুরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল।

বাসুদেব ধর

কৌশলও হতে পারে। এখানে মনে হয় যে, তাদের মুখ উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব যাবে এই বিষয়টি নিয়ে মিয়ানমারের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। বিবিসির চাপ সৃষ্টি করতে না পারে। গত পাঁচ বছরে অগ্রগতি হয়নি, কিন্তু এখন হয়তো হবে। শুক হওয়াটাই জরুরি, সেটা এক হাজার হোক আর ডে়ে হাজার দিয়ে হোক। এতদিন মিয়ানমার নানাভাবে রোহিঙ্গাদের হয়



স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

মিয়ানমারের পক্ষে সবসময় চীনের অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর আগে বিবিসি বাংলাকে একটি সাক্ষাৎকারে মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানা স্টাডিজ ইন্সটিটিউটের গবেষক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী বলেছিলেন, চীনের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ বাণিজ্য মালাকা প্রণালী দিয়ে হয়। কোন যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলে যুক্তরাষ্ট্র বা তার আঞ্চলিক মিত্ররা ওই প্রণালী বন্ধ করে দিলে চীনের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এজন্য চীন মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে স্থলপথে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল এবং গ্যাস সরবরাহের যে দুটি পাইপলাইন তৈরি করেছে, তা আরাকান হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই জন্য চীন কখনো চাইছে না যাতে, আরাকানের ওপর মিয়ানমার নিয়ন্ত্রণ হারায় বা সেখানে অস্থিরতা অব্যাহত থাকে। ফলে রোহিঙ্গা সংকট জোরালো হওয়ার পর থেকেই ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে চীন।

কিছুদিন আগে চীনের একজন দূত কয়েকটি বিজ্ঞানতাবানী যুদ্ধ রত গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাও করছেন, যাতে তারা মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে একটি যুদ্ধ বিরতি করে।

মিয়ানমারের সামরিক জাস্তা সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা চাপের মধ্যে পড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট অসিয়ানের পাশাপাশি ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে মিয়ানমারের উপর চাপ বেড়েছে।

সেই চাপ সামলাতে ছোট আকারে হলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে মিয়ানমার। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিষয়টি একটি

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী।

আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন।

কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

জড়িত ছিলেন দেশটির ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। আরেকটি সমস্যা হল, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছেন। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামে কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। কেরলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন

কিছুই আঁচ করা যায়নি। এ বিষয়টি অনেককে চমকে দিয়েছে।

সেজন্য চীনের সহায়তায় মিয়ানমার একটি কৌশল বা ষ্ট্রদ তৈরির চেষ্টা করছে।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকার বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিল। সেই সময় অবশ্য তারা রোহিঙ্গাদের ‘জোরপূর্বক বাধ্যতায় মিয়ানমারের নাগরিক’ বলে বর্ণনা করেছিল।

মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীনের মধ্যস্থতাহতেই সেই চুক্তি হয়েছিল। তখন চীনের তরফ থেকে বরাবর বলা হয়েছে, মিয়ানমারের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিলব্ধে দুই দেশের আলোচনার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা উচিত।

২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রথম দলটিকে মিয়ানমারে নিয়ে আসার কথা থাকলেও সেটি আর বাস্তবে আলোর মুখ দেখেনি। এরপর ২০১৯ সালের আগস্টে চীনের তরফ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর আরেকটি উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু নাগরিকত্বের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় যেতে চাননি। এখন আবার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে চীনের তরফ থেকে এই তৃতীয় দফার উদ্যোগ নেয়া হলো। তবে শুধু রোহিঙ্গা ইস্যুতেই নয়, বিশ্ব রাজনীতিকেও সম্প্রতি চীন মধ্যস্থতাকারী একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সম্প্রতি চীনের মধ্যস্থতায় ইরানের সঙ্গে আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশ সৌদি আরব। এই সমঝোতার বিষয়ে আগেভাগে

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

খবরের সাত সতেরো

ইদে রিজওয়ানুরের বাড়িতে মমতা পরিবারকে জানালেন শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি— ২০০৭ সালে রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল রাজ্যে। উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে চলা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক বছর ধরে সেই ঝড় চলার পর, অবশ্য এখন সেটা থিতিয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিবছর ইদের দিন পার্ক সার্কাসে প্রয়াত রিজওয়ানুরের বাড়ি যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বছরও তার অন্যথা হল না। ইদে রিজওয়ানুরের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মা কিশওয়ার জাহান-সহ পরিবারের সকলকে জানালেন শুভেচ্ছা।

শনিবার রেড রোডের কর্মসূচি সেরেে মুখ্যমন্ত্রী সটানে হাজির হন রিজওয়ানুরের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। রিজওয়ানুরের মা কিশওয়ার জাহান, দাদা রুকবানুর রহমান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয়

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

এদিন সকালে প্রথমে রেড রোডে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে নামাজ পাঠে উপস্থিত নামাজিদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। তারপর সেখানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন রেড রোড থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সকলে শান্তিতে থাকুন। কারও প্ররোচনায় পা দেনেন না। বাংলায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।’ মুখ্যমন্ত্রী ইশিয়ারি, কোনও ভাবেই বাংলায় অশান্তি বরাদ্দ করবে না-তাঁর সরকার।’

সেই অনুষ্ঠানের পরেই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সেজা চাল আসে পার্ক সার্কাসে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী পার্ক সার্কাসের লাল মসজিদে যান। সেখানে ঘুরে তিনি রিজওয়ানুরের বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে প্রথমে তিনি রিজওয়ানুরের স্মৃতিতে তৈরি বেদিতে মাল্যদান করেন। এর পর তাঁর বাড়িতে ঢোকে। বেশ খানিকক্ষণ তাঁর মা, কিশওয়ার জাহান, দাদা রুকবানুর রহমান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের

সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি।

রিজওয়ানুরের দাদা রুকবানুর এখন চাপড়ার বিধায়ক। যদিও রিজওয়ানুরের পরিবারের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন মমতা। প্রতি বারই ইদের দিনে তিনি রিজওয়ানুর বাড়িতে যেতে চেষ্টা করেন। এবারও সেই সূচিতে কোনও বদল হয়নি।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে সেই দিনটার কথা আজও ভোেলেননি ৭৬ বছরের কিশওয়ার জাহান। ঘটনার দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর আগে রিজওয়ানু মাকে বলে বেরিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরবেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা হয়নি তাঁর। পাতিপুকুরের রেললাইনের ধারে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ। ছেলে হারানো কিশওয়ার জাহানের হৃদয়কারের ছবি দেখেছিল গোটা বাংলার মানুষ। শুধু তাই নয়, ছেলের মৃত্যুর ইনসাক্ চেয়ে তাঁর লড়াইও দেখেছে এ রাজ্য। সেই লড়াইয়ে প্রথম থেকেই তাঁর পাশে ছিলেন মমতা। এই ইস্যু নিয়ে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতাকে বাম সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দেখা গিয়েছিল। ২০১১ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা। কিন্তু এত বছর পর আজও রিজওয়ানুকে ভোেলেননি মুখ্যমন্ত্রী।



খড়দহ বিধান সভার বন্দীপুর নবীন সংঘের উদ্যোগে জলাশয়ের উপর নির্মিত সুসজ্জিত ইদ মঞ্চে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি ও পরিবহী়য় মন্ত্রী শৌভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

ইদের দিন শহরের দুটি জায়গায় পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত হয়েছে দু’জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ এপ্রিল— একটি ঘটনা ঘটেছে হাওড়ায় অপরটি সল্টলেকে। জানা গিয়েছে শনিবার সকালে নিবেদিতা সেতুতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রের খবর, নিবেদিতা সেতু থেকে নামার রাস্তা দিয়ে একটি বাইক দ্রুত গতিতে রিজে উঠছিল। সেই বাইকের দুজন আরোহীরই মাথায় হেলমেট ছিলনা। ওই একই সময়ে ব্রিজ থেকে মাঝারি গতিতে একটি চার চাকার গাড়ি নামছিল। বাইক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পরেই দুজন বাইক আরোহী ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। কিন্তু চাচাকা গাড়ির ঝয়ার বাগ খুলে যাওয়ার কারণে চালক জখম হননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালি থানার পুলিশ ও বালি টাফিক গার্ডের কর্মীরা। তারা দুজন বাইক আরোহীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। জানা গিয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি দুমড়ে মুছড়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বাইকটি এই রাস্তায় উঠেছিল। বালিতে টোল প্লাজার কাছে এসে পেরোতে না পারায় জেরে উল্টো লেন ধরে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল দ্রুত গতিতে। সেই সময় সংঘর্ষটি হয়। অন্যদিকে শনিবার সকালে সল্টলেকের জিসি আইনাল্ড এর কাছে একটি বাস দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন ই-রিক্সা চালকের। মৃত ব্যক্তির নাম বৃন্দাবন প্রধান (৬৫)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদে। যদিও তিনি কেউপূরে তাড়া বাড়িতে থাকতেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য বিধাননগর মক্‌মা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পর পেয়ে গাড়ি চালক পলাতক। ঘটনাস ভুলে যায় বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাসটি বেলেঘাটা কানেক্টরের দিক থেকে নেতাজি মূর্তির দিকে যাবার সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে জিসি আইনাল্ডের রিক্সা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম ই-রিক্সাটিকে ধাক্কা মেরে। তারপরেই সেজা পার্কের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢকে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বাসের গতিবেগে অত্যন্ত বেশি ছিল। তাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

গোয়ালতোড়ে কিশোরীর বুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ
নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল— জেলার গোয়ালতোড় থানার মানিকদীপা গ্রামে একটি আম গাছে থেকে বুলন্ত অবস্থায় রিমঝিম পাল (১৬) নামে এক কিশোরীর বুলন্ত দেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। যার ফলে গোটা এলাকায় চাঞ্চ ল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় গোয়ালতোড় থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোয়ালতোড় থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ওই কিশোরী কি কারণে আত্মঘাতী হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার পরিবারের কেউ কিছুই বলতে পারে না। শনিবার মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পুলিশের পক্ষ থেকে দেহটি তার পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আরও খেলার খবর পঞ্চাশতম জন্মদিনের আগে কুড়ি বছরে পুরনো শচীনের রহস্য ফাঁস



নিজস্ব প্রতিনিধি— শচীনের রহস্য ফাঁস... তবে কি সেই রহস্য? কুড়ি বছর আগের কথা। সেই কথা এবার ফাঁস করলেন তার দলের সতীর্থ হরভজন সিং। ঘটনাটা হলো ২০০৩ সালের। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৩-এর বিশ্বকাপের আসরে সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারত ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল। সেবার গোটা বিশ্বকাপে এক বারের জন্যেও নেটে ব্যাট করেনি শচীন। কিন্তু গোটা প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক রান তিনিই করেছিলেন। কিন্তু ফাইনালে শচীনের ব্যাট চলে নি। শচীনের ৫০তম জন্মদিনের আগে এমনই অবাক করা তথ্য প্রকাশে এনে সকলকে চমকে দিলেন তারই দলের সতীর্থ হরভজন সিং। একটু সাক্ষাৎকারে ভান্জি বলেন, শচীন কত বড় প্রতিভা সেটা বোঝাতে একটি ছোট গল্পই বলতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৩-এর গোটা বিশ্বকাপে এক বারের জন্যেও নেটে ব্যাট করেনি। সেই বিশ্বকাপে ভারতের বোলিং বিভাগ দারুণ খেলেছিল। কিন্তু জাভাজি শ্রীনাথ, আশিস নেন্‌হা, জাহির খান, অনিল কৃষ্ণলে বা আমি, কেউ এক বারও ওকে নেটে বোলিং করিনি। তাহলে শচীন কিভাবে নিজের প্রস্তুতি সেরেছিলেন। এই বাপাগরে ভান্জি বলেন, তখনকার দিনে আমাদের প্রোভাউনকে ব্যাপার ছিল না। শ্যামল নামে একজন ১৮ গজ দূর থেকে সচিনের দিকে বল ছুড়ে দিত। মাঝে মাঝে দ্রুতত্ব কমে ১৬ গজ হত। খণ্টার পর ঘট্টা শচীন প্রোভাউন নিতা। মনে মনে কল্পনা করে নিতে কোন বোলারের বিরুদ্ধে খেলছে। তখন এত কম্পিউটারের বিশ্লেষণও হত না। তা সত্ত্বেও শচীন জানত কি ভাবে বোলারদের সামলাতে হয়। তাই তো শচীনপাজির সঙ্গে কারোর কখনো তুলনা করা যায় না আর যাবে না কখনো। শচীন আমাদের সকলের কাছে আদর্শ ব্যাক্তি। এটা আমি বলতে পারি। উনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের সমান। সারাজীবন সম্মানের সঙ্গে কি করে বেচে থাকা যায় তার নিশ্চিত উদাহরন শচীন নিজেই।

শচীন শুধু আমার কাছে ক্রিকেটে আইডল নন, সারাজীবনের অভিভাবক ও কোচ, মন্তব্য যুবির

নিজস্ব প্রতিনিধি— মাঠে নেমে বিশ্বের সেরা বোলারদের নাকানি চোপানি খাইয়ে দিয়ে একের পর এক সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। তবে নিজের ব্যাট তুলে রেখেছেন দীর্ঘ দিন হলো। স্বপ্ন ছিল দেশের জার্সি গায়ে বিশ্বকাপ জয়। সেই স্বপ্নও পূরণ হয়েছে ২০১১ সালে যোনির নেতৃত্বে। সোমবার এপ্রিল, এবার জীবনের খেলায় হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন। ক্রিকেটার ভগবান ৫০-এ পা উল্লেন। তার জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা। তার বাকি জীবন আরো সুন্দর করে কাটুক এটাই প্রার্থনা ভগবানের কাছে।

শচীন শুধুমাত্র আমার কাছে ক্রিকেটের আইডল নন, তিনি আমার জীবনের সর্ব সময়ের কোচ। তিনি সবসময় আমাকে গাইড করে যেতেন। তিনি আমার কাছে পথপ্রদর্শক ছিলেন। এটা বলতে আমি কখনো দ্বিধাবোধ করব না। যখন আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে এলাম, তখন সেই সময় অনেক কোচ ছিল। কিন্তু আমার ব্যাটিং টেকনিকে অনেক ভুল ছিল। সেটাকে পুরোপুরি ঠিক করে দেওয়ার মতন কাউকে আমি সেই সময় খুঁজে পাইনি। তখন সেই সময় আমার দিকে শচীন এগিয়ে এলেন এবং আমার ব্যাটিংয়ের টেকনিকের ভুল ত্রুটি গুলো সবকিছু ঠিক করে দিলেন। তিনি শুধু আমার কাছে ক্রি কেটের আইডল নন, আমার জীবনের সবসময় কোচ ছিলেন আর তার পরিসারের কেউ কিছুই বলতে পারে না। আমি কখনো দ্বিধা নেই। তখন সেই সময় আমার দিকে শচীন এগিয়ে এলেন এবং আমার ব্যাটিংয়ের পড়মতা সেটা ব্যক্তিগত হোক বা ক্রিকেট সষন্ধীয় তখন শচীন পাজি আমার জীবনে একজন অভিভাবকের মতো পাশে এসে দাঁড়তেন। এবং তাই কাছ থেকে একটা ফোন কল আমার কাছে ঠিক আসতো। ওই সমস্যা সমাধানের জন্য। শচীন পাজির মতো একজন অভিভাবক কে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি, এমন কথাই জানানেন যুবরাজ সিং। তিনি আরো বলেন, তখন আমার বয়স মাত্র ১০ বছর। কর্পল বেব আমার সঙ্গে শচীনের পরিচয় করিয়ে দেন। তখন আমি স্কুলে পড়ি। আমার মনে হয় তখন শচীন সবেমাত্র জাতীয় দলের হয়ে খেলা শুরু করেছেন আর সেই সময়তেই কর্পল পাজি আমার সঙ্গে তার সঙ্গে করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই সব দিনের কথা আজও মনে পড়ে এখনো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখন শুধু ভাবি কোথা দিয়ে সময় চলে গেল সেটাই বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু সব স্মৃতি আছে মনের খাতায় লেখা রয়েছে। জীবনের অনেক কঠিন সময় অনেক কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে তবে সেই সময় একমাত্র ব্যক্তি শচীনকে আমি সবসময় পাশে পেয়ে ছিলাম একজন অভিভাবক হিসেবে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপের পর আমার শরীরটা খারাপ করছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমার কি হয়েছে তখন আমি জানতাম না যে আমার ক্যাপার হয়েছে। কিন্তু আমার শরীর খারাপ নিয়ে শচীন বড় উদ্বগ্ন হয়ে পড়েছিল বরাবর আমার খবর নিচ্ছিল এবং আমার চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছিল কিনা সেটার খবরও নিয়েছিল। আমি কত তাড়াতাড়ি সূচু হয়ে উঠেছি এবং আমার চিকিৎসা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা এবং সঠিক হচ্ছে কিনা সেই খবর প্রতিদিন নিতাম। যাইহোক এসব খবর তো কথা তার পরিবারের কেউ কিছুই বলতে পারে না। শচীনকে তার পঞ্চাশ তম জন্মদিনের জন্মদিনের পর পুলিশের পক্ষ থেকে দেহটি তার পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গোসাবায় ঘূর্ণি ঝড়

নিজস্ব সংবাদদাতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ২২ এপ্রিল— ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও এখনো বৃষ্টি ভেজায়নি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দু চার ফোটা হলেও তাতে গরম আরো বেড়েছে। তাপপ্রবাহ কম থাকায় মানুষ কিছুটা স্বস্তিতে। এরই মধ্যে শুক্রবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপের লাহিড়িপুর অঞ্চলে হঠাৎ তিন মিনিটের ঘূর্ণি ঝড়ের কবলে পড়ে বেশ কয়েকটি কাঁচা বাড়ি ক্ষতির মুখে পড়েছে। এ বিষয়ে গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল শনিবার সন্ধ্যায় দৈনিক স্টেটসম্যানকে জানান, অল্প কিছু জায়গার গুপরি দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তিনটি ঘরটির বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিছু গাছপালা ভেঙেছে। বিধায়কের কথায়, ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতিনিধি দল ঘূর্ণি ঝড় আছড় পড়া এলাকায় গেছেন। আপাতত ত্রাণ হিসেবে পলিথিন প্রিপাল অন্যান্য কিছু সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। দুর্গত পরিবার গুলির নান্ন আবাদ যোজনার তালিকায় আছে কিনা দেখে নেওয়া হচ্ছে। না থাকলে ঘর দেবার কথা ভাবতে হবে। সুপ্রতিনিধিরের সাথে প্রশাসনও আছে সুন্দরবনের মানুষের পাশে।

ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

একের পূর্বাচ পর

এদিকে, জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। দমকা ঝোড়ো হাওয়া ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কাও থাকছে।

আজ রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, সেই সঙ্গে বাড়বে দমকা হওয়ার গতিবেগ। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার সোম ও মঙ্গলবারেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়া থাকবে।

গত কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়ার যা অবস্থা ছিল, তাতে রীতিমতো নাজেহাল অনুভব হয়েছিল রাজ্যবাসীরা। বেশিরভাগ জেলাতেই তাপপ্রবাহের পরিধিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার থেকেই আবহাওয়ার পরিধিতি বদলাতে শুরু করে। বিকলের দিকে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। কলকাতার তাপমাত্রাও একধাক্কায় অনেকটাই কমছে। স্বস্তির খবর, আজই শহরে রামঝরিয়ে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা রয়েছে।

বারুইপুরে অটো চুরি, গ্রেফতার পাঁচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২২ এপ্রিল— অভিনব কায়দায় অটো চুরি বারুইপুর পুলিশ জেলার বেশ কয়েকটি থানা এলাকায়। চুরি চক্রের পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে পুলিশ হেফাজতের আশে হয়। এই ঘটনায় জেলার চীলচালক মালিকদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চলা ছড়িয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গেল, চলতি বছরের মার্চ মাসের তিন তারিখে বারুইপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয় অটো চুরির ঘটনার কথা জানিয়ে। অটো চালক জানান, একজন অটো ভাড়া করেন বারুইপুর কৃষ্ণমোহনপুরে। অটোতে উঠে তিনি বলেন, অটোটি রাস্তার পাশে থাকা। পুলিশ জিনিস পত্র ভেতর থেকে নিয়ে আসতে হয়। অটো চালক সঙ্গে গেলে ভালো। সলল বিশ্বাসে অটো চালক যাত্রীর সঙ্গে যান। কিছুটা দূর গিয়ে যাত্রী জানান, এখন থাকা পরে জিনিস দেবো। এরপর দুজনে থিরে আসে অটো যেখানে রাখা ছিল সেখানে। এসে দেখে অটো নেই।

নরেন্দ্রপুর থানার লকআপে যুবক খুন, সিবিআই তদন্তের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২২ এপ্রিল— সেরেই এপ্রিল বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল গড়িয়ার যুবক সুরজিং সর্দারকে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ থানার লকআপে বেষড়ক পেটানো হয়েছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ে সুরজিং। সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় এম আর বাড়ুর হাসপাতালে পাঠানো হলে, এক্ষেপে এপ্রিল শুক্রবার সুরজিং এর মৃত্যু হয়। ক্ষোভে দুঃখে কাতর মৃত সুরজিং সর্দারের পরিবার শনিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারকে নরেন্দ্রপুর থানার তদন্তকারী আধিকারিকের ও থানার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। সঠিক তদন্ত না হলে শোকসন্তক পরিবার আদালতে যাবে সিবিআই তদন্তের দাবি নিয়ে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, মৃত সুরজিং সর্দারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ছিল। বেশ কয়েক বার সে গ্রেফতার হয়েছিল। সুরজিং এর নেশা করার অভ্যাসও ছিল। দু বার তাকে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ভর্তিও করা হয়। তেরো এপ্রিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ চুরির মামলায় অভিযুক্ত সুরজিং সর্দারকে তাঁর গড়িয়ার বাড়ির সামনে থেকে তুলে আনে। মৃত সুরজিং এর পরিবারের অভিযোগ, থানার লকআপে পুলিশ সুরজিংকে বেষড়ক মারার ফলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যে সব পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত তাঁদের ধরতে হবে। জানা গেল, অভিযোগ পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ওরুদ্ধ দিয়ে দেখবেন। পঞ্চায়েতে ভোটের আগেই পুলিশের দিকে লকআপে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠায় সোনারপুর নরেন্দ্রপুর অঞ্চলে বিরোধীরা সোচ্চার। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

পথচলতি মানুষ অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার স্বার্থে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার নির্দেশ সাংসদের



নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২২ এপ্রিল— বারাসাতবাসীর সুবিধার্থে সম্প্রতি একাধিক উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কাকলি ঘোষ দক্ষিণদিকে। এবার দলের ছাত্র যুবদের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট শিবির করে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বারাসাত শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিন সোহাম পাল বলেন, আমাদের সাংসদ তথা জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দক্ষিাদার সর্বদা মানুষের জন্য ভাবেন এবং জনসাধারণের মধ্যে থেকে কাজ করেন। উনি ভারতবর্ষের মধ্যে একজন অন্যতম সাংসদ। বারাসাতবাসীর কল্যাণে এর আগেও একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আমরা বরাবরই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। আগামী দিনেও দলের তরফে যে নির্দেশ পাবো তা মেনে চলার প্রয়াস জারি থাকবে।

পরিষদের জেলা সহ-সভাপতি সোহম পাল, ছাত্র নেতা কৌশিক কর্মকার সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পূরপরিষদ সদস্য অরুণ ভৌমিক, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, পুরমাতা পম্পি মুখার্জি, পূরপতি ডাঃ বিবর্তন সারা, দেববত পাল, বারাসাত শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নন্দিতা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

এদিন সোহাম পাল বলেন, আমাদের সাংসদ তথা জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দক্ষিাদার সর্বদা মানুষের জন্য ভাবেন এবং জনসাধারণের মধ্যে থেকে কাজ করেন। উনি ভারতবর্ষের মধ্যে একজন অন্যতম সাংসদ। বারাসাতবাসীর কল্যাণে এর আগেও একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আমরা বরাবরই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। আগামী দিনেও দলের তরফে যে নির্দেশ পাবো তা মেনে চলার প্রয়াস জারি থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর জন্য প্রস্তুত শরদের ভাইপো

মুম্বই, ২২ এপ্রিল— এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারের গতিবিধি নিয়ে যখন মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে, তিক তখনই অর্থপূর্ণ ঘোষণা এনসিপি নেতার। তাঁর ঘোষণা, ২০২৪ নয়, এখনই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর জন্য তারা প্রস্তুত। পূণের এক সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রে ২০২৪ সালে মুখ্যমন্ত্রিদের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় পাওয়ারকে। জবাবে তিনি বলেন, ২০২৪ পর্যন্ত অপেক্ষা কেন, আমার দল যে কোনও সময় মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানানোর জন্য প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪ সালে এনসিপি কংগ্রেসের থেকে বেশি আসন পেয়েছিল। সেবার আমাদের দলের কোনও ভিত্তি নেই। আমি এনসিপিতেই আছি। আমি কোনও বিধায়কের সহই সংগ্রহ করিনি। বিধায়করা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা রুটিনমাসফিক। কিন্তু অজিত মুখে যাই বলুন, তাঁর কার্যকলাপে জঙ্কনা নেড়েই চলেছে।

কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, ২০১৯ সালের মতো এনসিপিতে ভাঙন ধরিয়ে সললবলে ফের বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবেন অজিত। বিজেপির সঙ্গে নাকি তাঁর প্রাথমিক স্তরে কথাবার্তাও হয়েছিল। জঙ্কনা বাড়িয়ে গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে এনসিপির কোনও কর্মসূচিতেও দেখা যায়নি। শোনা গেছে, তিনি বিরোধী শিবিরের বিধায়কদের সহই সংগ্রহ করেছেন ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বাতাবরণে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি জানিয়ে জঙ্কনা আরও উসকে দিলেন অজিত পাওয়ার।

যদিও সম্প্রতি বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর জঙ্কনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন অজিত। বলেন, এই সব গুজবের কোনও ভিত্তি নেই। আমি এনসিপিতেই আছি। আমি কোনও বিধায়কের সহই সংগ্রহ করিনি। বিধায়করা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা রুটিনমাসফিক। কিন্তু অজিত মুখে যাই বলুন, তাঁর কার্যকলাপে জঙ্কনা নেড়েই চলেছে।

রবিবারের পাতা

শিল্পকলা আলোচনা

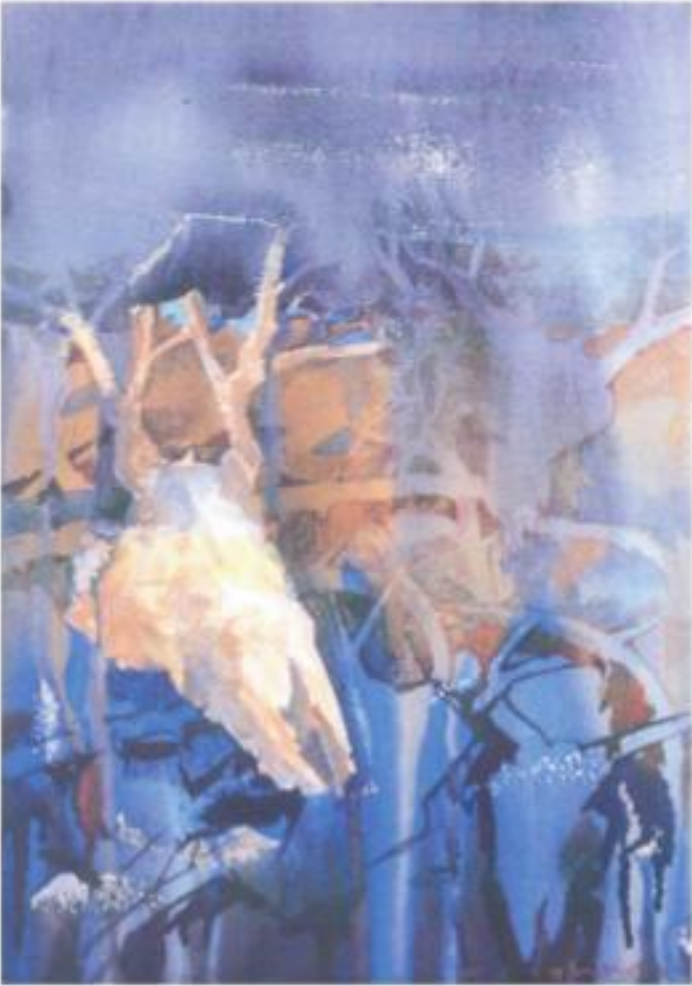
প্রদর্শনী • কার্তিক পাল • পানেরসর গ্যালারি

অতনু বসু

আঙ্গিকের মধ্যেও থাকে সংঘাত। শিল্পকলা, কবিতার মধ্যে বিশেষ করে তার অনন্যসাধারণ উপস্থিতি বহুকাল ধরে দর্শক-পাঠককে মুগ্ধ করেছে। যদিও এসব ক্ষেত্রে সেই দর্শক-পাঠককেও হতে হবে বিষয়গুলির সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শিল্পসৃষ্টি তো মুক্ত রচনা, তাকে যে কোনো মাধ্যমে শিল্পী বিবিধ নিরীক্ষা-মেধা-অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করেন, নির্মাণ-উত্তর ওই সৃষ্টিসমূহে খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না ভালোনাগার ‘পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট’কে। ইচ্ছাকৃতভাবেই অনেকেই ভারসাম্য, সামঞ্জস্য, সমতার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁর সৃষ্টিতে, তখনই বোঝা যায় তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত। দ্বিমাত্রিক চিত্রকলাতেও যে কোনো মাধ্যমেই শিল্পী নানাভাবে স্বাভাবিকতার বৈপরীত্যে আশ্চর্যরকম বিকৃতি এনে একটা অভিঘাতের ঝাঁকুনি দিয়ে ছবিকে মহার্ঘ করেছে। প্রাসঙ্গিক বা আঙ্গিকের এও এক নিরীক্ষামূলক অভিযান, যা অবশ্যই উদাহরণযোগ্য, দৃষ্টান্তমূলক। বৈচিত্র্য ও তীব্রতা, গতি এবং ঐক্য, সমন্বয় ও পরাবাস্তববাদী কল্পনার এক স্বাক্ষর তোলে ওইসব নির্দিষ্ট নির্মাণ। এমনকি কখনো রোমান্টিসিজম ও কোন রূপকল্প, কী ফর্ম, কার সঙ্গে কার কোথায় কীভাবে যোগাযোগ এসব তখন আর প্রধান নয়, সমগ্র চিত্রকলার মৌলিকত্বের নিহিতে তখন স্টাইল ও টেকনিক, অবিন্যস্তের সাজসজ্জা, টুকরো টুকরো ভেঙে যাওয়া রূপের মধ্যেও অবিস্মরণীয় মেলোডির অনুরণন। তাঁর জলরঙের প্রায় গোটা আঠেরো-কুড়িটি ছবির চার পাশে ঘুরে বেড়িয়ে, নিরীক্ষণ পর্বে অনেক স্মৃতি ফিরে আসে। উপরোক্ত কথাগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিল বহরমপুরের তরুণ শিল্পী কার্তিক পাল-এর একক প্রদর্শনী ‘জলবর্ণের দিনলিপি’ দেখতে দেখতে। সৌসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস ট্রাস্ট-এর আয়োজনে তাদেরই নিজস্ব ‘বি আর পানেরসর গ্যালারি’তে চলছে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। চলবে আগামী মে মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত।

জলরঙ-এর পৃথিবী, বিশেষ করে শিক্ষানবিশ পর্বে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীদের কাছে সবসময় একটা আলাদা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। অনেকের মধ্যেই জলরঙ করা, শেখা, তা নিয়ে পড়ে থাকার একটা উমাদানা থাকে। শেষ পর্যন্ত গুটিকয় ছাত্রছাত্রীই ভবিষ্যতে এই মাধ্যমটিকে বেছে নিলেও তার সংখ্যাও যথেষ্টই অপ্রতুল। একমাত্র সহজ কারণ, যথেষ্টরকম দক্ষতা না থাকলে এই মাধ্যমে টিকে থাকা মুশকিল। তেমন স্কিল ও সিরিয়াসনেস, আভ্যন্তরীণতা এবং মিডিয়াম, টেকনিক, স্টাইলাইজেশন, আভ্যন্তরীণতা এবং লাইট অ্যান্ড শেড, ইউজেন্স অব কালার সেজ অ্যান্ড ব্রাশিং, এই রকম উল্লেখযোগ্য কিছু জায়গার ওপর যথেষ্ট দখল না থাকলে জলরঙ-এ মুনশিয়ানা দেখানো যায় না। অনবরত স্টাডি, পরিশ্রম, মাধ্যমটিকে বোঝা ও কাজ করে যাওয়াতেও অনেক সময়ই উত্তরণ ঘটবে এমন নয়। যতক্ষণ না নিজের ও কাজের ওপর সেই আস্থা না রাখা যায়। এখানে কাগজও একটি বড়ো বিষয়। তবে হাতও কথা বলবে। কাগজের জলধারণ ক্ষমতা, একক বা মিশ্র রঙের অবস্থান ও চরিত্রকে বুঝতে পারা, তীব্র ও মাঝারি আলো

ও ছায়াত্বপের ব্যবহারিক দিকগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত যত্নবান, প্রখর চৈতন্যবোধ থাকতে হবে। সবগুলো সম্পূর্ণভাবে না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কার্তিকের জলরঙে অনেকটা জায়গা জুড়েই একটা মোহময়



বিন্যাসের উন্মোচন ঘটেছে। তার বহু ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগের ফলেই সেই সব অভিঘাতের মুগ্ধতায় ছবি হয়েছে প্রাঞ্জল। তিনি প্রধানত ইন্ডিয়ান হ্যান্ডমেড, আর্চিস্ ও লানা— এই তিনরকম কাগজ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছবি অতি আধুনিক, কখনো সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট আবার কিছু ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত রিলেগিজমকে ছোঁয়। রঙ অনেকটা চাপা, বিবর্ণময়, অপসূর্যমান আলো। কোথাও প্রায়াক্ষকার পরিবেশেও যৎসামান্য রঙের ওজ্জ্বল্যকে অত্যন্তভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যা আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে আলোর একটা অগ্রাধিকার সেখানে আছে। আকাশচ্যুত কালচে আধার থেকেও আলোর বিচ্ছুরণ যেন বা বিবাদগ্রস্ত। কখনো তা চুইয়ে নেমে আসা প্রকৃতিকে প্রাণিত করেছে। সেখানে রঙের পরতে পরতে মুগ্ধতা। স্বচ্ছতার জয়গান। ডায়মেনশনাল মুভমেন্ট যেন কোথাও নড়েচড়ে উঠল। এমন বিজয়ের মায়ার ও তৈরি করেছেন কার্তিক। বিষয় হিসেবে আলাদাভাবে কিছু নয়, সবই প্রকৃতিকে কেন্দ্র



করেই ছবি। নিসর্গ তাঁর কাছে যেভাবে এসেছে। অন্যভাবেও তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছেন এক ধস্ত, বিক্ষত, অবক্ষয়ের ভেতরে প্রবেশ করে। সমাজের অবক্ষয়, যা প্রতীকী, অল্প হলেও। অবয়ব মাত্র দুই নৃত্যরত ভঙ্গীর ছবি, একজন প্রায় মৃত বা পুড়তে থাকা নগ্ন মানব একটিতে নৈসর্গিক আবহে দাঁড়ানো চিত্রল। কার্তিকের ছবি রহস্যময়, খুবই রোমান্টিক, লুকিয়ে থাকা ধাঁধার ভেতরে আরও অনুসন্ধানের চেষ্টা, তারও ভেতরে কি, কোন কাঠামো, কোন রূপবন্ধ? এমন অনেক টুকরো কাব্য অথবা কঠোর গদ্যের অবতারণা ওই জল আর রঙ-এর যুগলবন্দীতে। সুর বেজে যায়, রেশ থেকে যায়। রঙের ওভারল্যাপিং স্বচ্ছতার স্বাদকে অবিকৃত রেখেছে। রঙের গড়িয়ে পড়া, মিশে যাওয়া, হঠাৎ থমকে যাওয়া অথবা কখনো আলো বা অন্ধকারের আউনি থেকে হঠাৎ প্রকাশ্যে বাতায়নে ঢুকে পড়া বা গহন গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া। রূপ এখানে একক অস্তিত্বে অনন্য, যা আকস্মিক অধিবাস্তববাদের দিকে নিয়ে যায়। আবার ওই রূপের আড়ালেই অরূপবীণার লুকোনো কামার অনুভূতি। কাগজের শাদাকে চমৎকার ভাবে গোটা ছবিতে এখানে ওখানে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে, ব্রাসিং এর চওড়া দিকে রঙের ব্যবহারে তার শুকনো একটা অবস্থা, ওই অন্ধকারাচ্ছন্নতায় গা গাঢ়ত্বের ভেতর থেকে



বেরিয়ে আসা পেপার হোয়াইট-এর ড্রাই এফেক্ট অসামান্য। গড়িয়ে পড়া রঙের হালকা আবহে তৈরি হওয়া শাদা টুকরোর ক্রমাঘ্য একটা ডিজাইন বা সমগ্র ছবির ফর্মেশনের মধ্যে পয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর এই ‘ডিম্বারেন্দ’, ‘ডেকাডেন্স সিরিজ’, ‘একজিস্টেন্স সিরিজ’ দেখলেই স্পষ্ট হয় এই বোধ। এছাড়াও তাঁর ‘ড্যান্স’, ‘মিস্টি’, ‘এভিডেন্স’ ইত্যাদি



কাজগুলোও অনুপম। আগেই উল্লিখিত, বিষয়- নির্দিষ্ট ছবি নয়। নৈসর্গিক কাব্যের সরণী ধরে চলা একটা ভাবনা হঠাৎ বাক নেয় ‘অন্য কোথা অন্য কোনোখানে’। এই বাক নেবার আগে-পরে অনেকরকম টানা পড়েন, সব ওই রঙের সঙ্গে জলের মিলনের মুহূর্তে জন্ম নেওয়া চিকণ, স্থূল, অস্থির, অস্পষ্ট, যেন বা ক্লাস্ত, কখনো উজ্জ্বল এক একটা আশ্চর্য

রূপ। যার বা যাদের একক অস্তিত্বের সংকট অথবা স্বতঃস্ফূর্ততায় তৈরি হচ্ছে একটা সমবেত কণ্ঠস্বর। কখনো যেন মনে হয় রৈখিক অথবা রৈখিক নয়, রেখা আপনার থেকেই তৈরি হচ্ছে। এও এক সাংগঠনিক বিন্যাস। যদিও শিল্পী কখনো মনে করেন আমরা সকলেই পচে যাছি, সমাজ পচে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে সকলেই পুড়ছি। ওই দহন জ্বালা সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র। তাই ছবিতে কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলী, কোথাও করোটি-সিম্বল, কোথাও ধনস্ত্রী অবস্থার বিবাদচিত্র। কখনো নিম্নলি প্রাকৃতিক আলো, স্বচ্ছতোয়া পরিবেশ, পরতে পরতে রঙের আস্তরণে রঙ ও রূপারোপ সংঘত থেকে, সাবলীল এক ‘বিউটিফুল নোচার’-এর সন্ধান দেয়। জল, মেঘ ধূম-উদগীরণ, ঝাড়বাতি, করোটি, উজ্জ্বাস, নভ্যুত মন কেমন করা, কখনো মনভোলানো আলোর নীচে পৃথিবী— এ এক দীর্ঘ পদযাত্রা তাঁর। দেখতে দেখতে চলা, চলতে



চলতে দেখা। তারই রোমান্টিক অধ্যায় জলরঙে ঐক্যেছে কার্তিক পাল। কখনো যেন ওয়াশ টেকনিক তার জলরঙের মাধুর্যকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ওই মাধুর্যকে রেখেই টেকনিক-স্টাইলকে কোথাও উপযুগুরি পরিবর্তন করেছেন। হঠাৎ কোনো জায়গায় বিদ্রম জাগে টেম্পোরার মতো। যা বলতে চেয়েছেন সেখানে ডায়মেনশন, ডিসট্যান্স, স্পেস সব মিলিয়ে একটা আবেগময় পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যে আবেগ কখনো নিয়ে গেছে তীব্র অভিঘাতের দিকে কখনো চূড়ান্ত রোমান্টিকতায়, পরাবাস্তববাদের অঘেবণেও। তাঁর অনুভূমিক স্টাইলকে এবার একটু বদলানো প্রয়োজন। স্ট্রাকচারাল কোয়ালিটি ও জিওমেট্রি রেখে অবশ্যই। না হলে মনোটিপ্পনী এসে যাবে। একটা কথা না বললেই নয়, তাঁর ছবি নিঃসন্দেহে প্রদীপ মৈত্র-র জলরঙকে বারবার স্মরণ করায়। প্রদীপের প্রত্যক্ষ প্রভাব কার্তিকের ছবিতে বিদ্যমান। তিনি বহুকাল যাবত তাঁকে কাজ দেখান, আলোচনা করেন। কার্তিকের হাতে জলরঙের মনোরম জায়গাগুলো মনে থাকবে। তবু বলতেই হবে ওই প্রভাব তাঁকে কাটাতেই হবে। অন্তত কিছু ক্ষেত্রে তো বটেই। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা আলোদা রকমের আঙ্গিকই তাঁকে সে স্থান দিতে পারে। এই বিষয়টা শিল্পীকে ভাবতে বলা খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়। তবুও এটি একটি উন্নতমানের প্রদর্শনী।

গল্প



নীলাশিস ঘোষদস্তিদার

ক্ষেত্রারী বৈশ গরম থাকলেও, মার্চে তেমন চড়নি পারদ। তবে, বিকেলেও রোদ খটখটে। ট্যান্সি থেকে বড়রাস্তায় নেমে ওড়নায় মাথা-মুখ ঢেকে রোদে হেঁটে আসতে হয়েছে। ঘামে মুখের ঢাকি লোশন গলেছে। কোভিডে পরলোকগত স্বামী অরিন্দ্র থাকলে ভিতরে গাড়ি পার্ক করেই ছাড়া ধরত অধীরার মাথায়, বসার চেয়ার জোগাড় করত। অডিটোরিয়ামের পাশের মুক্তমাঞ্চে, যেখানে বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে জনসমাগম হচ্ছে, বসার জায়গা তেমন নেই। চেনা লোক বিস্তর, এক দুজন দূর থেকে কাঠহাটি উপহার দিল বটে, কিন্তু, না এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা, না একটা চেয়ার এগিয়ে দেওয়া! মেট্রোতে নাকি আসা সহজতম, কিন্তু, রিটার্নহোমের পরেও আম-জনতার একজন হবার অভ্যাস হয়নি প্রিয়ব্রতর। অফিসের গাড়ি অতীত। ড্রাইভার ছুটিতে ট্যান্সিতে গুণাগার দিয়ে এসে সে-টাতে ঢুকলেন ঘাম মুছতে মুছতে। বৈশ রোদ। এসব বসন্তোৎসব এসি অডিটোরিয়ামে করতে পারে না? না-গান খুব যে পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু, পদোন্নতি যত হয়েছে, তত তাঁর স্যাংশনিং

পাওয়ার বেড়েছে, দু-তিনটে দুর্গাপূজোয় প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট বা মাসে তিন চারটে অনুষ্ঠানে চীফ গেস্ট হয়ে সংস্কৃতিবান হতেই হয়েছে। ভাবতে ভাবতে মুক্তমাঞ্চে র পাশে ঢুকে তো এলেন, চেনা লোকগুলো যেন বড্ড ব্যস্ত। একটা চেয়ার নেই? সামনে দিয়ে রাজেন্দা যাচ্ছেন। দিল্লিতে আসার পর অধীরার প্রথম অনুষ্ঠান দেখার পর থেকে অধীরার গুণমুগ্ধ। প্রবাসী সাংস্কৃতিক জগতের কর্ণধারের কর্ণে মধুবর্ষণ করে তারপর মঞ্চ শুণু অধীরার। শুণু রাজেন্দা কেন, কে তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল না! নাকি রূপমুগ্ধ? হতচ্ছাড়া উদয়ন যেমন ব্যঙ্গ করত? ব্যাটাচ্ছেলের জন্য সেই এক্সপেরিমেন্ট কেঁচিয়ে গেছিল। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান বা ধামারের সাথে নিজের কথকমিশ্রিত আধুনিক নাচ পরিবেশন করায় বেশ কিছু প্রবীণ প্রবাসী আশ্রমিক খেপেছিলেন যে, তার মূলে বোধহয় ওই ছিল। তাকে অবশ্য সর্বত্র হতে বিতাড়িত করে কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন অধীরা। রাজেন্দাদাকে ডাকায় ঘুরে তাকিয়ে ব্যস্ত হলেন তিনি, ‘আরে, সবচেয়ে সিনিয়র হয়ে এত

দেরি? দুর্দান্ত আয়োজন করেছে শিজিন্দীরা। সুরজকুন্ড থেকে পলাশ-ফ্লাশ এনে পুরো শান্তিনিকেতনী বসন্তোৎসব করছে। দ্যাখো না ওদের কি হেল্প চাই’, বলেই হাঁটা দিলেন। পিছনে ছিলেন ‘বাতায়ন’ প্রক্রিকার সম্পাদক মিহির দাশ। অধীরার প্রতি অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি থাকত প্রক্রিকা দৃষ্টিতে পরিষ্করায়। মাঝরাতেও অধীরার মাথা ধরলে, মিহির দৌড়ে আসতেন মলম স্বহস্তে অধীরার কপালে লাগাবেন বলে। অনেক জায়গায় উদয়নের লেখালিখি একে দিয়েই বদ্ধ করিয়েছেন অধীরা। ‘বাঃ অধীরা, বয়েস বাড়লেও দিবা দেখাচ্ছে তোমাকে’ বলেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে রাজেনকে ধরে সাজঘরের দিকে চললেন। টোট কামড়ে পিছিয়ে এলেন অধীরা। এই সময় একজন একটা চেয়ার এনে দিল তাঁকে। দেখলেন, উদয়ন! ভগবান, যৌবন সনে নট সকলি হারায় ইত্যাদি বলবে নাকি? রাজেনবাবু বারতনিক ডোনেশন চেয়ে পাননি। এখন মহাব্যস্ত, দেখতেই পেলেন না! মিহিরবাবু আগে প্রিয়ব্রতর স্কুলজীবনের ছড়াও সাগহ চেয়ে নিয়ে ছেপেছেন,

ডোনেশন বন্ধ হওয়াতেই কি সামনে এলেন না? দু-চারজন ঈ হাঁ করে পালাবার পর বসার প্রয়োজনে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন প্রিয়ব্রত, উদয়ন চেয়ার ছেড়ে দিল তাঁকে। একে বয়কট করতে হবে, তিনি শুনেছিলেন। দু-চারটে কথা ওর সাথেই হল তাঁর। বসন্তোৎসব মানে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নৃত্য হবে? অনুষ্ঠানের শুরুতেই মেজাজ বিগড়োল অধীরার। রাজেনদারা এত উজ্জ্বল স্তনে এজোবধি এমন অনুষ্ঠান দ্যাখেননি! শিজিন্দীরা অবশ্য যেনম রূপসী, তেমনি নাচেছে, মনে মনে স্বীকার করলেন। সুরূপা সুবেশা না হলে গায়িকাই পাড়া পায় না, নর্তকী কোন ছার, জানেন তিনি। আবারের থালা প্রস্তুত দেখে চমকলেন অধীরা। অ্যালার্জির অজুহাত আছে, উঠলেন তিনি। রাস্তায় এসে ট্যান্সির জন্য চেষ্টা করলেন, পিন্ধা থেকে এসে প্রিয়ব্রত কুশলবিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সাথে চিন্তাশ্রম পার্ক যাবেন কিনা। ট্যান্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দুজনে দেখতে থাকলেন, পশ্চিমে সূর্য ঢলেছেন, অস্তুরাগ ছড়িয়ে যাচ্ছে বেলাশেষের আকাশে।

বেঙ্গল পাইলান পার্কে ‘সোনারুরি হাট’

নিজস্ব প্রতিনিধি— সম্প্রতি বেঙ্গল পাইলান পার্কে ‘সোনারুরি হাট’ নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এক আসাধারণ ও অনন্য উপায়ে। ইভেন্টের লক্ষ্য ছিল বীরভূমের উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রদর্শন করা এবং সম্প্রদায়ের প্রতি ক্লাবের সামাজিক দায়বদ্ধতা। ইভেন্টে বীরভূমের প্রায় ৩০ জন কারিগর এবং ৫০ জন স্থানীয় কারিগরদের অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। ইভেন্টে লাইভ বাউল সঙ্গীত, সাঁওতাল নৃত্য পরিবেশন এবং অতি পুরনো এবং গ্যাস ব্যবহার করে, এমন খাটি বাংলা রান্নার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। ইভেন্টটি স্থানীয় এবং শহরের বাইরের উভয় দর্শক সহ প্রায় হাজার খানেক অতিথিকে আকর্ষণ করেছে। কলকাতার খুব কাছেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার জোকা এলাকায় অবস্থিত পাইলান কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, কলেজের একটি আধুনিক পরিকাঠামো, সুসজ্জিত

ল্যাবরেটরি এবং বই ও জার্নালের বিশাল সংগ্রহ সহ একটি প্রশস্ত লাইব্রেরি রয়েছে। ফ্যাকাল্টি সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্য এবং অভিজ্ঞ, শিক্ষার্থীদের একটি বিস্তৃত শিক্ষা প্রদান করে। অতিরিক্তভাবে, ক্যাম্পাসে ক্রিক ক্লাবও রয়েছে, যা সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, ইনডোর প্রায় আউটডোর গেমস এবং আরও অনেক কিছু সহ বিনোদনমূলক সুবিধার একটি পরিসীমা সরবরাহ করে। প্রতিনিধি ও বিশেষ অতিথি জেনাব আনেশ ঠাকুর বলেন, ‘সোনারুরি হাট’ অনুষ্ঠানটি ছিল বাঙালি উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার এবং এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ক্রিক ক্লাবের প্রচেষ্টা। সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাঙালী উপজাতীয় সংস্কৃতিকে সমর্থন অব্যাহত রাখা ক্লাবটির লক্ষ্য। এছাড়াও তিনি আরও যোগ করেছেন, ক্রিক ক্লাব কলকাতা



পাইলান, যারা শহরের জীবনের কোলাহল থেকে দূরে একটি নির্মল ও শান্ত পরিবেশে আনাম করত এবং বিশ্রাম নিতে চান তাদের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য। কলকাতার সান্নিধ্য এটিকে সপ্তাহান্তে ছুটি এবং ছোট-ছুটির জন্য একটি সুবিধাজনক গন্তব্য করে তোলে। জোকার আইআইএম-সি-এর কাছে অবস্থিত ক্রিক ক্লাবটি ৮ এর জমি জুড়ে বিস্তৃত একটি পরিবেশ-বান্ধব রিট্রিট। ক্লাবটি লেক, পুল, গুল বার, রেইন ড্যান্স, পোষা চিড়িয়াখানা, জৈব খামার, হাঁস-মুরগি এবং ইকুইটেরেটের মতো ৫ তারকা পরিষেবা এবং সুবিধা প্রদান করে। যারা ভেজালহীন প্রকৃতির টুকরা খুঁজছেন তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ গন্তব্য। ক্লাবটি দুই ধরনের থাকার অফার করে - লেকভিউ ডিলাক্স রুম এবং কানাডিয়ান পাইনউড কটেজ, সাথে ইনডোর এবং আউটডোর গেমস, একটি মিনি-থিয়েটার এবং একটি ইন-হাউস রেস্তোরাঁ।

খবরে দেশ-বিদেশ

৬ লক্ষ ভিডিপ্যাটেই গোলমাল, লোকসভার প্রস্তুতি নিয়ে মাথায় হাত কমিশনের

দিল্লি, ২২ এপ্রিল— বিকল দেশের ৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ৬ লক্ষ ভিডিপ্যাট। সেগুলিকে সারাতে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানাচ্ছে। ভোটদানের কাগজ পরীক্ষার এই সব যন্ত্র ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও ব্যবহার করা হয়েছিল। এদিকে ইতিমধ্যেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটদানের যন্ত্র ইভিএম এবং ভোটদানের কাগজ পরীক্ষার যন্ত্র ভিডিপ্যাট পরীক্ষা এবং সারানোর ব্যবস্থা নেওয়া কমিশনেরই কাজ। বিকল হওয়া যন্ত্র প্রথম ব্যবহার হয় ২০১৮-র বিভিন্ন বিধানসভা ভাটে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও ব্যবহার করা হয়েছিল

২০১৯-এ যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার হয়েছে তার মধ্যেও রয়েছে বিকল প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ যন্ত্র। লোকসভা নির্বাচনে মোট ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার ভিডিপ্যাট ব্যবহার হয়েছে বলে



জানা যাচ্ছে কমিশন সূত্রে। ইভিএম এবং ভিডিপ্যাট যন্ত্রের সুরক্ষা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন তুলে আসছে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক

দলগুলি। জনমতকে নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য বিজেপি এই ইভিএম এবং ভিডিপ্যাটে কারসাজি করছে বলেও তাদের অভিযোগ। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, ২০২২-এর অক্টোবরেই কমিশন বিকল যন্ত্রগুলি সংশ্লিষ্ট নির্মাতা সংস্থায় ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারপরও প্রায় পাঁচ মাস এই বিপুল সংখ্যক খারাপ ভিডিপ্যাট যন্ত্র পড়ে রয়েছে গুদামে। হায়দরাবাদে ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া এবং বেঙ্গালুরুর ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডে পাঠানো হচ্ছে বিকল যন্ত্রগুলি। এতদিন ধরে কমিশনের গুদামে যন্ত্র পড়ে থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশের গুলিতে নিকেশ ২৮ লাখি দুই নেত্রী

ভোপাল, ২২ এপ্রিল— দুই মাথার দাম ২৮ লক্ষ। দুজনেই মহিলা। তবে মোটেই দয়া-মায়ার ভরা নয়। তারা দুজনেই মধ্যপ্রদেশের আস। মধ্যপ্রদেশের বাল্যঘাটে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদী নেত্রী। মহারাষ্ট্র সীমানাবর্তী এলাকায় গুরুবার রাতে সিপিআই(মাওবাদী)-র গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সুনীতা এবং সরিতা নামে ওই দুই মাওবাদী নেত্রীর মৃত্যু হয় বলে বাল্যঘাটের পুলিশ সুপার সমীর সৌরভ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন দমীর জানান, নিহত সুনীতা ছত্তীসগড় সীমানাবর্তী এলাকায় সক্রিয় ভোরামদেও কমিটির কমান্ডার ছিলেন। সরিতা ছিলেন বাল্যঘাটের লাগোয়া মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা জেলার খাটিয়া-মোচা এরিয়া কমিটির সদস্য। মাওবাদী গেরিলা বাহিনীর ভিত্তার দলমে সক্রিয় ছিলেন তিনি। পুলিশ সুপার বলেন, ‘নিহত দুই মাওবাদী নেত্রীর উপরে ১৪ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।’

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিহতদের কাছ থেকে রাইফেল, কাঁচুজ, বিস্ফোরক এবং নকশাল পত্রপত্রিকা উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বাল্যঘাট ও মান্ডলা জেলার কানহা ব্যান্ডপ্রকল্প, ফেন অভয়ারণ্য এবং লাগোয়া ছত্তীসগড়ের ভোরামদেও অভয়ারণ্য সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরেই মাওবাদী ‘সক্রিয়তার’ খবর আসছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। গুরুবারের ঘটনার পরে ওই এলাকাগুলি জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

বল দরজায়, ৬ বছরের খুদে সহ মা-বাবাকে গুলি যুবকের

ওয়াশিংটন, ২২ এপ্রিল— মা-বাবার সঙ্গে খেলতে খেলতে বাস্কেটবলটি গড়িয়ে গিয়েছিল প্রতিবেশীর বাড়ির দরজায়। তা কুড়িয়ে আনার জন্য দৌড়ায় ৬ বছরের শিশু। সঙ্গে মা-বাবাও। তারই মধ্যে ঘটে গেল অঘটন। বাড়ির দরজায় বল দেখে রোগে একেবারে ভেলেবেগুনে জুড়ে ওঠে প্রতিবেশী, বছর চরিশের যুবক। আর তারপর সে যা ঘটালেন, তা শিউরে ওঠার মতোই। মেজাজ হারিয়ে সে সটান ওই শিশু ও তার মা-বাবার দিকে তাক করে গুলি চালিয়ে দেয়! গুরুতর আহত বাবা। মা ও শিশুকন্যা অবশ্য হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পেয়েছে। তবে আতঙ্ক কাটছে না। মার্কিন মুলুকের নর্থ ক্যারোলাইনার ঘটনায় যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ উল্লেখ্য দু’দিন আগেই এক কৃষাঙ্গ যুবক ভুল করে দরজার বেল বাজিয়ে ফেলে এক মার্কিন বৃদ্ধ গুলি করে মারে তাকে। আর এবার ৬ বছরের খুদেকেও মারতে দ্বিধা বোধ করেন না যুবক। জানা গিয়েছে, ৬ত যুবকের নাম রবার্ট লুইস সিন্ফলটারি। বয়স মাত্র ২৪। এই ঘটনা ঘটানোর পর সে পালিয়ে বেড়ায়। দু’দিন ধরে পালানোর পর অবশেষে তাকে ফ্লোরিডা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে ডিসেম্বর মাসে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেবার অভিযোগ ছিল, বান্ধবীকে মারার করার। এবার রবার্টকে বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের মামলা করতে চায় পুলিশ। সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ শুনে পুলিশ অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করছে তাকে।

২২ বছর পর বৃদ্ধ পেলেন কোল্ড ড্রিংক-এর সোনা

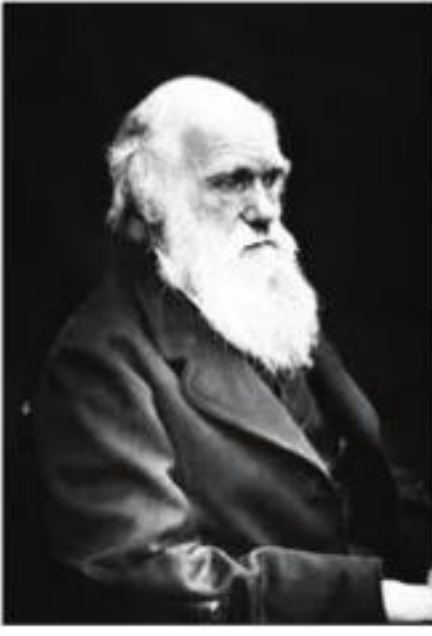
লন্ডনউ, ২২ এপ্রিল— কোল্ড ড্রিংক খেয়েছিলেন ২২ বছর আগে। আর তাতেই জিতেছিলেন সোনা। কিন্তু সেই সোনা পেতে লেগে গেল ২২ বছর। ২০০১ সালে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল কিনেছিলেন। তার মধ্যে একটি বোতলের ঢাকনার তলা থেকে মিলেছিল কুপন। তাতেই সোনা জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও রিটেনার, এমনকী পানীয় সংস্থায় দরবার করেও মেলেনি সেই পুরস্কার। বিরক্ত হয়ে নিজের অধিকার বুঝে নিতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা টুকেছিলেন শ্যাম লাভানিয়া। সেই মামলাতেই ২২ বছর পর জয় পেলেন তিনি। প্রতিষ্ঠাতি মতো শ্যামকে পঞ্চাশ গ্রাম সোনা অবিলম্বে দেওয়ার জন্য পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাকে। ২২ বছর বয়সি শ্যাম লাভানিয়া উত্তরপ্রদেশের মথুরার বাসিন্দা। তার একটি ছোট রেস্টোরাঁ রয়েছে। ২০০১ সালের ২৮ এপ্রিল জয়ের জমাদিন উপলক্ষে ১৯৮০ টাকার ঠাণ্ডা পানীয় কিনেছিলেন শ্যাম। এগুলির মধ্যে একটি বোতলের ঢাকনার তলা থেকে মেনে একটি কুপন। তাতে লেখা ছিল, ৫০ গ্রাম সোনা জিতেছেন তিনি।কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে জেলা স্তরের আদালতে যায় সংস্থাটি। তারপরেই চলতি বছরের ১১ এপ্রিল আদালত আগামী ৩০ দিনের মধ্যে শামকে ৫০ গ্রাম সোনা, অথবা তার বর্তমান বাজার মূল্যের সমতুল্য টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাকে। পাশাপাশি, শ্যামের এত বছরের মানসিক হেনস্থা এবং শারীরিক পরিশ্রমের জন্য ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় সংস্থাটিকে।

এবার গায়েব বিবর্তনবাদও

সিবিএসই পাঠ্য থেকে ডারউইনকে সরানোয় প্রতিবাদ বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষকদের

দিল্লি, ২২ এপ্রিল— ইতিহাসের পর এবার বিজ্ঞান বই। সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব বাদ দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে शामिल হয়েছেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞরা। খোলা চিঠি দিয়ে তাঁরা এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই এই বোর্ডের ইতিহাস বই থেকে মুঘল যুগ সংক্রান্ত যাবতীয় অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছিল। সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির বই থেকে



এবার র অধ্যায়টি সম্প্রতি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনসিইআরটি. দেশের নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একজোট হয়েছেন। চিঠিতে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বোধ গড়ে তোলার জন্য বিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান জরুরি। তা না থাকলে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় খামতি থেকে যাবে। এই ভাবে শিক্ষায় বঞ্চনা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রভাবগার शामिल বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

‘ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি’ নামে দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংগঠন এনসিইআরটি-র উদ্দেশে খোলা চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ১৮০০ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ। তাদের মধ্যে রয়েছেন আইআইটি, আইআইএসইআর, টাটা ইনস্টিটিউটের মতো দেশের বহু প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা।

আতিক হত্যার বদলা নিতে ভারতে হামলার হুমকি আল কায়দার

কাবুল, ২২ এপ্রিল— মৃত ডনকে শহীদ ব্যাখ্যা দিয়ে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার কংগ্রেস নেতা। এবার আতিক মৃত্যুর বদলা নিতে হুমকি সরাসরি আফগানিস্তান থেকে। যদিও পরাক্ষে কিন্তু জানা গেছে, ইদ উপলক্ষে একটি সাত পাতার পত্রিকা প্রকাশ করেছে আল কায়দার প্রোপাগান্ডা প্রচারক সংবাদমাধ্যম ‘আস-সাহাব’। আর সেখানেই উঠে এসেছে ভারতে হামলার হুমকির কথা। গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ ‘শহিদ’ হয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুর বদলা নিতে হামলা করা হবে ভারতে। ‘আস-সাহাব’এ দাবি করা হয়েছে, ‘আমরা এখনও শোষণকারীদের হাতে বন্দি রয়েছি। টেক্সাস থেকে তিহার থেকে আদিয়ালা- আমরা সমস্ত মুসলিম ভাইবোনদের শিকলমুক্ত করব।’

পুলিশের সামনেই ১২টি বুলেটে আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই



আশরাফের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। এদিকে পলাতক আতিকের স্ত্রী। তাকে ‘মোস্ট ওয়াণ্টেড’ তালিকার রাখা হয়েছে। তিন হত্যাকারী লভলেশ, মোহিত ও অরুণ পুলিশি জেয়ার মুখে জানিয়েছে তারা সাংবাদিক সেজেই



সেখানে প্রবেশ করেছিল। আর সেই ছদ্মবেশ ধরার আগে রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিয়েছিল আততায়ীরা। জেয়ার মুখে অভিমুক্তরা এও জানিয়েছে, ১৪ এপ্রিলই আতিককে গুলি করে খুন করার মতলব ছিল তাদের। কিন্তু নিরাপত্তা দেখেই পিছু হটে তারা।

মেয়েদের ঈদের জমায়েতে অংশ না নেওয়ার ফতোয়া তালিবানের

কাবুল, ২২ এপ্রিল— স্থূল যাওয়া, পড়াশোনা করা, জিম কিংবা পার্কে যাওয়া বন্ধ হয়েছিল আগেই। রেস্টোরাঁয় যাওয়ার উপরেও ছিল বিধিনিষেধ। এবার তাদের ঈদ উদযাপনের উপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হল।

শনিবার বিষজুড়েই পালিত হল ঈদ-উল-ফিতর। উৎসবে মেছেন আফগানিস্তানের মানুষজন। কিন্তু সেই দেশের দুটি জেলা- উত্তর বাঘলানা এবং উত্তরপূর্বের তখারের তালিবান নেতারা মহিলাদের দল ঝেঁবে ঈদের জমায়েতে অংশগ্রহণ করার বিয়য় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যদিও সমস্ত আফগানিস্তানে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। মাত্র দুটি জেলাতেই শুক্রবার এমন নোটাস পাঠিয়েছে স্থানীয় তালিবান নেতৃত্ব, এমনটাই খবর।

কিছুদিন আগেই বাগানওয়ালা রেস্টোরাঁতে মহিলাদের একা কিংবা পরিবার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পুলিশ। উত্তর-পশ্চিমের হেরাট প্রদেশের তালিবানরা। জানা গেছে, এই ধরনের জায়গায় নারী-পুরুষের একসঙ্গে মেলোমেশার

সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

দিল্লি, ২২ এপ্রিল— প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন এই প্রথমবার ভারত সফরে আসছেন তিনি। জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতেই এ দেশে আসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার ভারত সফরের সন্ধ্যায় সময় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস। এ খবর জানিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত আমেরিকার সহকারী সচিব ডোনাল্ড লু বলেন, ‘ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য ২০২৩ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আগামী কয়েক মাসে আর কী কী হয় তা নিয়ে আমরাও উৎসাহিত।’ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফর যে দু’দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলায় অপেক্ষা রাখে না।

জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে ভারত। সেই সূত্র ধরে দেশের প্রতিটি কোণায় একাধিক বৈঠক হচ্ছে। সেপ্টেম্বরে সম্মেলনের বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে আসবেন জো বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর এটাই তাঁর প্রথম সফর হতে চলেছে। এ বিষয়ে আমেরিকার সহকারী সচিব জানিয়েছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর। ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে। জাপান জি-৭ সম্মেলনের আয়োজক। আমেরিকায় আয়োজিত হবে এপেক। আমাদের



কোয়ড সদস্যরা নেতৃত্বে উঠে আসছে। একের পর এক এধরনের সম্মেলন আমাদের আরও কাছে নিয়ে আসছে। শুধুমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট নন, চলতি বছর ভারতে আসছেন বিদেশ সচিব টনি ব্লিন্কেন, অর্থ সচিব জ্যান্টেট ইয়েলেনও বাণিজ্য সচিব গিনা রাইমন্ডো। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু’দেশের সম্পর্ক মজবুত হওয়ার সুযোগ রয়েছে চলতি বছর। সন্তায় তেল কেনা নিয়ে রাশিয়া-ভারতের সম্পর্ক নতুন করে মজবুত হয়েছে। তবে চীন-রাশিয়া-ইরান অঙ্ক চিন্তা বাড়াচ্ছে নয়াদিল্লির। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফর সিন্দেশেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আরও মজবুত করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ঈদের উৎসবে সামিল হ'ল না পুন্ডের গ্রাম, পাঁচ জওয়ানের স্মরণে উৎসর্গ করা হ'ল দিনটি

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল - শনিবার ঈদ। বিষজুড়ে পালন করা হচ্ছে ইদ-উল-ফিতর। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের এই আদান উৎসব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেও, ভারতের এক প্রান্তে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। জম্মু-কাশ্মীরে পৃষ্ঠ জেলার একটি গ্রামে পালিত হচ্ছে না ঈদ। গ্রামবাসীরা শুধু নামাজই পড়বেন, কোনও উৎসব উদযাপনের আয়োজন থাকছে না।

কাগর, ওই গ্রামেই সেনার ট্রাক,

যেটিতে মাঝপথে হামলা চালায় জঙ্গিরা, মমান্তিক মৃত্যু হয় পাঁচ জওয়ানের। তিনদিক থেকে হামলা চালানোর পর গ্রেনেডও সিকি বসে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ওই ট্রাকে। তাদের গ্রামে আসার পথেই সেনা বাহিনীর ট্রাকে হামলা হওয়ায়, পুন্ডের ওই গ্রামের বাসিন্দারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই বছর ঈদ তাঁরা উদযাপন করবেন না। জানা গেছে, জম্মু-কাশ্মীরের পৃষ্ঠ জেলার ওই গ্রামের নাম সঙ্গিত্যে। সেনার ওই

গাড়িতে করেই ইফতারের উপহার ছাড়াও খাবার কিছু কিছু সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হ'ছিল পুন্ডের ওই গ্রামে। গ্রামেই সেসব বিতরণ করার কথা ছিল। সেনাবাহিনীর তরফে ঈদের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রণ গ্রামবাসীদের। কিন্তু গ্রাম অবধি আর পৌঁছেতে পারেনি সেনার ট্রাক। তার আগেই জঙ্গলের মাঝে জঙ্গি হামলায় প্রাণ যায় পাঁচ সেনা জওয়ানের।

করোনায় মৃত ৪২, শুধু বাংলাতেই গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ১৯৯

দিল্লি,২২ এপ্রিল— মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কেরলের পাশাপাশি বাংলাতেও চোখ রাঙাচ্ছে কোভিড-১৯। লাক্ষিয়ে বাড়ছে আ্যকটিভ কেসও শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ১৯৩ জন। যার মধ্যে শুরু বাংলাতেই সংক্রমিত ১৯৯ জন। চিত্তা বাড়িয়েছে পজিটিভিটি রেটও। স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানাচ্ছে, দেশের ১৫টি জেলায় সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১০ শতাংশ বা



তারও বেশি। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা-সহ রাজ্যের পাঁচ জেলা। পাশাপাশি যে ১২০টি জেলায় সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেট ৫ শতাংশ বা তার বেশি, তার মধ্যে বাংলার সাত জেলার নাম রয়েছে। এক মাস আগে যখানে এ রাজ্যে করোনামান্য জেলা ছিল ১১, সেখানে ১২-১৯ এপ্রিলের রিপোর্টে তা কমে দাঁড়িয়েছে তিনে। দেশে ছ হু করে বাড়ছে আ্যকটিভ কেসও। বর্তমানে সক্রিয়

রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৭ হাজার ৫৫৬ বিশেষজ্ঞদের মতে, ওমিক্রনের নয়া স্ট্রেনের কারণেই নতুন করে বাড়ছে সংক্রমণ। তবে হাসপাতালে ভরতির হার এখনও তুলনামূলক কম। কিন্তু তারই মধ্যে মর্যে কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। কেরলে মারা গিয়েছেন ১০জন। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৩০০ জন।

বিষেণাই গ্যাংয়ের ভয়ে হেলমেটই জীবনের ভরসা রাখির

মুম্বই, ২২ এপ্রিল- সত্যিই তিনি ড্রামা কুইন। তা নাহলে হেলমেট পরে সারাদিন ঘুরে বেড়ান। যদিও তার কাছে এর একটা উপযুক্ত কারণ আছে। বড্ড টেনশনে রাখি সাওয়াস্ত। আরে বাবা, বিষেণাই গ্যাং যে তাকেও মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। তাঁর বঁচে থাকা নিয়েই যে তিনি চিন্তিত। কয়েকদিন আগেই লরেল বিষেণাই গ্যাংয়ের কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন রাখি। আর তা নিয়েই বড্ড চিন্তায় তিনি। আর প্রাণ বাঁচাতে সলমানের মতো বুলেট প্রুফ গাড়ি তো পেলেন না, বরং মাথা ঢাকলেন হেলমেটে। হ্যাঁ,



এমনটাই করছেন রাখি। আর সেই ভিডিওই এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায় সলমানের হয়ে ক্ষমা চেয়ে বিপাকে পড়লেন রাখি সাওয়াস্ত। খবর অনুযায়ী, সলমানের মতোই প্রাণনাশের হুমকি পেলেন রাখি।

সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গ্যাংস্টার লরেল বিষেণাইয়ের দলের তরফ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন রাখি। ইমেল ও ফোন মাধ্যমে দিয়ে বলা হয়েছে সলমানের প্রাণ দাঁড়াল রাখিকে। খতম করে দেওয়া হবে।

দেহ ব্যবসা চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ভোজপুরি অভিনেত্রী

পাটনা, ২২ এপ্রিল— এক মহিলাকে জোর করে দেহব্যবসা করানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ভোজপুরি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুমন কুমারি। গুরুবার মুম্বই পুলিশ এই অভিনেত্রীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এক মডেলকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোর করে দেহব্যবসার দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন অভিনেত্রী সুমন। সম্প্রতি, সিনেমা, সিরিয়ালে কাজ দেওয়ার নাম করে দেহব্যবসা! মঞ্চচল চালানের অভিযোগে মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেফতার বলিউডের নামকরা কাসিং ডিরেক্টর আরতি মিশ্র। আরতি সম্প্রতি দুই তরুণী মডেলকে সিনেমায় কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে দেহব্যবসার জন্য বাধ্য করেছিলেন। এই দুই তরুণীকে গুরুগ্রাম থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আরতি মিশ্র কথ্য দিয়েছিলেন, তাঁদের দু’জনকেই ১৫ হাজার টাকা দেবেন। দুই তরুণী মডেলের থেকে তথ্য পেয়েই তাকেও নামে মুম্বই গ্রেপ্তার করে। একটি হোটেলে পাঠানো হয় সাজানো গ্রাহক। ওই ফাঁদেই পা দেন আরতি মিশ্র। সঙ্গে সঙ্গেই আরতি মিশ্রকে গ্রেফতার করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।



ধোনি বনাম কলকাতার মেগা ক্রিকেট ম্যাচে উত্তাল সারা কলকাতা

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

ইডেন উদ্যানে আইপিএল ক্রিকেটের আজ মেগা ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চেন্নাই সুপারকিংস। চেন্নাই সুপারকিংস বলতেই মহেন্দ্র সিং ধোনি। আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের আক্ষে রাসেল ও রিঙ্কু সিংকে নিয়ে জবরদস্ত কোলাহল। গত ম্যাচে দিল্লির কাছে হারতে হয়েছে নীতীশ রানাদের। তারপরেই তাঁদের খেলতে দেখা যাবে কলকাতায়। স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আক্ষে রাসেল ছাড়া এই মুহূর্তে খবরের শিরোনামে রিঙ্কু সিং। কলকাতার ছটা ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটো ম্যাচ তাঁরা জয়ের মুখ দেখেছে। কিন্তু অপরপক্ষে চেন্নাই সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ফেলেছে। আর তাদের ভাগ্যে এসেছে চারটি জয়। যার ফলে কলকাতা থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে চেন্নাই। প্রতিপক্ষ চেন্নাই দাপটের সঙ্গে খেলে চলেছে। গত ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে সাত উইকেটে হারিয়ে কলকাতায় আবার ম্যাচ ছিলিয়ে নিতে চাইছে, তা নিয়ে যেতে পারেননি, নীতীশ রাসেলকে একটু চাপের মধ্যে থাকতে হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চেন্নাইয়ের হয়ে গত ম্যাচে ধোনি ব্যাট না করলেও প্রমাণ করে দিয়েছেন ধোনি এখন ফোর্মেতেই আছেন। আর ধোনি সতীর্থ খেলোয়াড়দের যেভাবে উৎসাহিত করছেন, তাতে প্রত্যেকেরই আশাও বেশি বাঁচিয়ে হয়ে উঠছে। চেন্নাইয়ের বোলিং সহিউটাও বেশ এগিয়ে রয়েছে। আকাশদীপ, মহেশ তীক্ষ্ণ, রবীজ জোডোজ, মনীশা পাথিরানা ও মইন আলিরা কলকাতার ব্যাটম্যানদের ভয় দেখাবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গত ম্যাচে ধোনি দু’জনে খেলোয়াড়কে তালুবন্দি করে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণেই

টিকিটের হাহাকার ময়দান জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি— জ্বলে যাচ্ছে গা হাত - পা... তাঁর গরমের জ্বালায় হাসকান্ন করতে মানুষজন ... অসহ্য গরমে হাত থেকে রেহাই পেতে এক পশলা তুপুর বস্তির আশায় বুক বেঁধে বসে আছে সকলে... গরমের জ্বালা এত বেড়েছে যেখানে ৪০ ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা। দুপুর হতে না হতেই রাস্তাঘাট পুরোপুরি ফাঁকা, কারণ এই গরমের জ্বালা সহ্য করার মতো নয়। তাইতো সকাল-সকাল পথ থেকে নিজের কাজ সেরে নিচ্ছেন বা সকাল সকালই অফিসে ঢুকে যাচ্ছেন যাতে দূপুর বেলায় তাঁর গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর অন্যরা ঘরের মধ্যে রয়েছেন আর যাদের কিছুই করার নেই বাধ্য হয়ে তাদেরকে রাস্তায় থাকতে হচ্ছে। এই গরম সহ্য করেও শুধুমাত্র পেট চালানোর দায়। তবে গুরুত্বার ও শনিবার দুপুরের দিকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর কারণ তাঁর দাবদাহ সেভাবে দেখা যায়নি। কারণ দুপুরের দিক থেকে মেঘনা আকাশ দু এক ফোটা বৃষ্টিও পড়েছে তবে এই বৃষ্টি কি আর মানুষের মন ভরাতে পারে এবং গরমের জ্বালা মোটেও পাল্টে। তাই সকলেই চাইছেন একটা ঝড় ঝড় বা টানা বৃষ্টি যার ফলে এই গরমের হাত থেকে রেওয়াই পাওয়া যায় কিছুটা। এদিকে রবিবার কলকাতায় নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই এর খেলা ঘিরে শনিবার থেকে শহরে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে একটা আলাদা উৎসাহ ও উত্তেজনার জন্ম নিয়েছে। কারণ আজকের ম্যাচটাই গুরুত্বপূর্ণ কলকাতার কাছে এবং বিশেষ করে আকর্ষণীয় হল মাহেন্দ্র সিং ধোনি খেলতে আসছেন। কিন্তু কথাটা হলো আজকের ম্যাচটা হবে তো! আসলে রবিবার ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। যে ভাবে ঘূর্ণাবর্ত চোখ রাস্তাছেতে তাতে কিন্তু ঝড়বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরাপ্রদেশের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তার ফলেই বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবলো করছে জেলায়। যা বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে একাধিক রজনায়। শনিবার থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাপমাত্রাও তুলনামূলক কম থাকবে। কলকাতা ও দক্ষিণের অন্য জেলাগুলিতে শনিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। সিলে চলাবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির বেগ আরও বাড়তে পারে। এই সময় সাধারণত বিকেলের পর থেকেই ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও কালবৈশাখী জন্য ইডেনে অনেকবার অনেক ম্যাচ ভেঙে গিয়েছে। তবে চলতি আইপিএলের আসরে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য কোন ম্যাচ ভেঙে যায়নি। গত ম্যাচে দিল্লিতে বৃষ্টি হলেও ম্যাচ কিন্তু কুড়ি ওভারি অনুষ্ঠিত করা গিয়েছিল ম্যাচ ভেঙে যায়নি। কিন্তু এখানে যা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে সেখানে আজকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে এমন কথাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। গরমের যা তাপদাহ চলছে সেখানে স্বস্তির বৃষ্টিতে মানুষ কিছুটা হলেও রেহাই পাবে গরমের হাত থেকে। কিন্তু রবিবার যে ইডেনে বড় ম্যাচ আজই ধোনি শেখবার ইডেনে খেলতে নামবেন। বৃষ্টির আশায় সকলেই বুক বেঁধে রয়েছে গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সটা বলাার অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু শহরবাসী যে ক্রিকেট পাগল তার ওপর ধোনি শেষ ম্যাচ খেলবে ইডেন উদ্যানে। সেখানে স্টেডিয়ামে উপস্থিত না থেকে কি থাকতে পারে শহরের ক্রিকেট পাগল মানুষরা। সিএবি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে এই ম্যাচের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। রবিবার ছুটির দিন তাই মানুষ ঘরে বসে নয় স্টেডিয়ামে বসেই কলকাতা ও চেন্নাই এর খেলা উপভোগ করতে চাই। তাই আগাম টিকিট কেটে নিয়েছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে শনিবার থেকে তাই একটা চিন্তা রয়েছে। বৃষ্টি থেকে পরিস্কে ঠান্ডা হোক সবাই চাইছে কিন্তু ক্রিকেট পাগল মানুষরা শুধু একটা কথাই বলেছে। যেটা হচ্ছে সেটা হল ম্যাচ তো মাত্র তিন ঘণ্টার। তাই এই তিন ঘণ্টা বাদ দিয়ে মোটামোটা সময় বৃষ্টি হোক তাহলেই হবে মানুষ গরমের হাত থেকে স্বস্তি ও পাবে খেলাও দেখতে পাবে। এখন বরুণদেব ফয়ং কি ভেবে রেখেছেন সেটাই দেখার বিষয়। তবে শনিবার দুপুরবেলায় ময়দান জুড়ে সাধারণ ক্রীড়া প্রেমিক মানুষদের টিকিটের জন্য ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। কেউ চড়া দামে টিকিট কিনলেন কেউ আবার হস্তান্তর হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। সবমিলিয়ে আজকের ম্যাচকে ঘিরে কোনো উত্তেজনাও রয়েছে ঠিক তেমনি চিন্তাও রয়েছে বৃষ্টি নিয়ে। সতি বলতে কি শহরবাসী এখন উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, একদিকে বৃষ্টি হলে তাঁর গরমের হাত থেকে বাঁচতে পারবে আবার অন্যদিকে ধোনি শেখবার ইডেন উদ্যানে খেলবে, কোমটাই ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এক কথায় বলতে গেলে শহরবাসী এখন মেনে দুই নৌকায় পা দিয়ে রয়েছে।

ধোনির উইকেটকিপিং নিয়ে কোনও কথাই উঠতে পারে না। সেক্ষেত্রে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক এখনও আত্মশাশীল রয়েছে জেসন রয়ের উপরে। বাংলাদেশ থেকে আসা লিটন দাস দিল্লির ম্যাচে অভিষেক হলেও কিছুই করতে পারেননি। মাত্র ৪ রান দিয়ে তিনি প্যাভিলিয়নে ফেরত যান। যদি কলকাতা দল ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক বেশি অঙ্ক কষে খেলতে হবে পুরো দলটাকে। গত ম্যাচে জেসন রয় কিছুটা ব্যাটে রান দিলেও সেইভাবে নজর কাড়তে পারেননি। তারপরেই ব্যাটসম্যানরা পুরোপুরি ব্যর্থ। ইশান শর্মার বোলিংয়ের ধারে তাঁরা কখনওই সাহসী ভূমিকা নিতে পারেননি। নীতীশ রানা মাত্র চার রান করে আউট হন। আক্ষে রাসেল কিছুটা গুছিয়ে খেলার চেষ্টা করলেও দলকে জেতাতে পারেননি। তাঁর ব্যাট থেকে ৩৮ রান এসেছিল এবং নটআউটও ছিলেন। ব্যাটসম্যানরা যেমন ভালো জায়গায় দলকে টেনে নিয়ে যেতে পারেননি, নীতীশ রানার ব্রিগেড তেমনই আবার বোলারদের উপরে সেই ভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এখন তো আক্ষে রাসেল অলরাউন্ডার হিসেবে কলকাতাকে পথ দেখাচ্ছে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে তিনি ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন কিন্তু দিল্লির বিরুদ্ধে কোনও উইকেট আসেনি। অবশ্য তিনি মাত্র এক ওভার বল করেছিলেন। আক্ষে রাসেল বলতেই ইডেনে একটা ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের নাম। কিন্তু গত ইডেনের ম্যাচে আক্ষে রাসেল কিছুই করতে পারেননি। তবুও তাঁর উপরেই ভরসা রাখছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। বোলিংয়ের দিক দিকে সুনীল নারাইন, বরুণ চক্রবর্তী, অনুকুল রায়, উমেশ যাদবরা সতিই কি পারবেন ধোনিদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে টেলে দিতে ?

এটা মনে রাখতে হবে, প্রথম ঘণ্টাটা যে কোনও দলের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের নাম। অর্থাৎ পাওয়ার প্লেস মধ্যে দিয়ে স্কোর বোর্ডের

রানটা যদি বাড়িয়ে রাখা যায়, তাহলে একটা সাহসের পরিচয় থাকে। সেই খানে যদি ব্যাটম্যানরা নিজেরের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন, তাহলে লড়াইটা খুব তাড়াতাড়ি থমকে যাবে।ধোনারাও চাইছেন কলকাতা দলকে যদি হারিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেওয়া যাবে আইপিএল ক্রিকেটের প্লে-অফ খেলার দিকে। এটাও মনে রাখতে হবে, যে কোনও দলের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র বোলাররা। বোলাররা যদি একের পর এক প্রতিপক্ষের উইকেটকে ভেঙে দিতে পারে, তাহলে জয়ের পথটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই অবশ্যই চেন্নাইয়ের খেলোয়াড়রা ইডেনে নতুন পরিকল্পনা নিজেদের তৈরি রাখবেন।

অনুশীলনের জন্য শনিবার যখন চেন্নাইয়ের বাসটি ইডেন উদ্যানের ক্লাবহাউসের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন জয়া গেল, অপেক্ষমান ক্রিকেট ভক্তরা ধোনির জয়ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাই এই ছবি থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে, রবিবারের ইডেন টানটান উত্তেজনার মধ্যে লড়াই হবে। দুরন্ত ছন্দে রয়েছে চেন্নাইয়ের প্রতিটি খেলোয়াড়। দলের মূল সমস্যা হচ্ছে চেন্নাইয়ের বোলাদের ধারাবাহিকতার অভাব। সেই ব্যাপারটা যদি ধরে নিতে পারে, তাহলে কলকাতা কিন্তু জয়ের হাসি হাসতেও পারে। মুম্বই ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে কলকাতার ভেন্টেস্টা আয়ার শতরান করলেও দলের ওপনার জুটি করা হবেন, সেই সমস্যা রয়েছে। যার ফলে একটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত কলকাতা দলের ওপনার জুটি করা হবেন, সেই সমস্যা রয়েছে। তাই দুটো ম্যাচে কাউকেই সেই জায়গায় পৌঁছতে দেখা যায়নি। হঠাৎই খবর ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতার ইডেন উদ্যানে এটাই ধোনির শেষ ম্যাচ। অর্থাৎ স্বশুরবাড়ির কলকাতার ম্যাচেই তিনি একটা কিছু করে দেখাতে চান, যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলকাতা

ম্যাচের আগে ধোনি ফিট থাকলেও অলরাউন্ডার বেন স্টেকস এক সপ্তাহের জন্য খেলতে পারবেন না। আইপিএলের প্রথম দুটি ম্যাচে তিনি খেললেও পরের চারটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। সেই কারণে একটা চিন্তা তো থাকবেই চেন্নাই শিবিরে। স্টিফিং ফ্রেমিং বলেছিলেন, ধোনির একটা জম্মগত প্রতিভা আছে। তিনি যেভাবে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে সারা মাঠটা পরিচালনা করেন, সেটাই তো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আবার ব্রায়ান লারা বলেছেন, ধোনি সবসময় দল নিয়ে ভাবেন, দলের সাফল্য কীভাবে আসবে, তা নিয়ে সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করেন।

এদিকে আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, আকাশে মেঘ থাকবে। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা যে একবারেই নেই, তা নয়। যদি আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন না হয়, সেক্ষেত্রে সপ্তাহের পরে বৃষ্টি আসতেও পারে। ক্রিকেট প্রেমীরা চাইছেন বৃষ্টি যাতে না আসে এবং সেই অবসরে ধোনির সেরা ম্যাচটা আমরা দেখতে চাই। টানা দাবদাহের পরে মেঘের আনাগোনা দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি না হলে অবশ্যই কলকাতার সব পথ ইডেনমুখি হবে। ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। রবিবার সকাল থেকেই আকাশ থাকবে মেঘলা। বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে। কলকাতা তা থেকে দূর পড়ছে না। তাই কেকেআর ও চেন্নাইয়ের ম্যাচটা বৃষ্টি বাধা পটিচালিত করার জন্য সরকারম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কালোআজারিদের দিকে কড়া নজর রেখেছে পুলিশ প্রশাসন। সিএবি চত্বরে টিকিটের আশায় শনিবার রাত পর্যন্ত ছোটছুটি করেছে অনেকেই। সব মিলিয়ে বলা যায়, কলকাতা ও চেন্নাইয়ের মেগা ক্রিকেট ম্যাচ অন্য চরিত্রে লড়াই হবে। রবিবাসরীয়ে সেই লড়াই দেখার জন্য ইডেনের গ্যালারি উত্তাল হয়ে উঠবে।

মোহিতের জাদুতে নাটকীয় ম্যাচে শেষ ওভারে জয় তুলে নিল হার্দিকরা

লখনউ— এভাবেও ফিরে আসা যায়। সেটাই শনিবার করে দেখালো গভবরের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট। নাটকীয় ম্যাচে হার্দিকরা, জয় তুলে নিল সাত রানে। মাত্র ১৩৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে রাখলের অনবদ্য ব্যাটিংয়ের সুবাদেও জয় অধরা রয় গেল লখনউ দলের কাছে। একটা সময় খেলা দেখে মনে হচ্ছিল ঘরের মাঠে সহজে জয় তুলে নেবে লখনউ দল। কিন্তু তা হলো না। শেষ ওভারে জয়ের জন্য রাখলের দরকার ছিল মাত্র বারো রানে।



হাতে ছিল সাত উইকেট। সেখান থেকে শেষ ওভারে মোহিতের জগতে মোহিত হল গোটা স্টেডিয়াম। বল করতে এসে মোহিত সেই মাত্র চার রান খরচ করলেন এবং চার উইকেট পতন হলো। সেই সঙ্গে লোকেশ রাহুলদের একটা জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেল। আইপিএলের ইতিহাসে এরকম নাটকীয় ম্যাচের দৃশ্য আগেও দেখা গেছে এবারও আরও একবার সকলে দেখলো এবং সাক্ষী থাকলো এবং একটা দারুণ উত্তেজনারময় ম্যাচের অনুভূতি তারা নিয়ে বাড়ি ফিরল। শেষ ওভারের প্রথম বলে আসে দু রান। দ্বিতীয় বলে লোকেশ রাহুল ব্যক্তিগত ৬৮ রান করে আউট হয়ে যান। তৃতীয় বলে মার্কাস স্টিনিস আউট। চতুর্থ ও পঞ্চম বলে দুরান এলেও দুটি রান আউট হয়। শেষ বলে কোন রান হয়নি। লখনউ এর ইনিংস থেমে যায় সাত উইকেটে ১২৮ রানে।

বিরাট-ডুপ্লেসিস-ম্যাক্সওয়েলদের থামাতে আজ রাজস্থানের বোলারদের কঠিন পরীক্ষা

বেঙ্গালুরু— আলাদা করে আজ আর কিছু বলে দিতে হবে না। কারণ, ঘরের মাঠে আবারও একবার ‘কিং কোহলি’র জর্জন গুনতে মরিয়া ক্রিকেট ভক্তরা... এবার আইপিএলের পরিণত করুক। সামনে রাজস্থান রয়্যালস। প্লেজ- এর নেতৃত্বে নামা মানেই বিরাটের ব্যাট থেকে একটা করে সুন্দর অর্ধশত রানের ইনিংস, এই মধুর দৃশ্য দেখার জন্য এখনকার মানুষ আজ

আইপিএলে আজকের খেলা

রয়্যাল চেলেন্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম রাজস্থান রয়্যালস (লখনউ, বিকেল ৩.৩০ মিনিট)
কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপাক কিংস (মুম্বই, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট)

আবারও বিরাট কোহলির বেটের দিকে তাকিয়ে থাকবে যেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়। এবারের আইপিএলের প্রতিযোগিতায় বিরাট কোহলি একটা আলাদা ছন্দে মাথোই রাখছেন সেটা আর আলাদা করে কাউকে বলে দিতে হবে না।

এবারে সমর্থকরা চাইছেন ঘরের মাঠে বিরাট কোহলি নিজের আইপিএলের ক্যারিয়ারে আরো একটা শত রান করে ফেলুন। নিজের ৫০ রানের ইনিংসটাকে এবার শতরানে পরিণত করুক। সামনে রাজস্থান রয়্যালস। প্লেজ- এর নেতৃত্বে নামা মানেই বিরাটের ব্যাট থেকে একটা করে সুন্দর অর্ধশত রানের ইনিংস, এই মধুর দৃশ্য দেখার জন্য এখনকার মানুষ আজ

বিরাটের বিরুদ্ধে খেলতে নেওয়ার আগে তারা কিছুটা সতর্ক কারণ এটা অ্যাওয়ার ম্যাচ। বিরাট কোহলি না নিজেনের ঘরের মাঠে জেতার জন্য মরিয়া থাকবে এবং তারা একটা আলাদা আড্ডাভাজে পাবে সেটা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়। এছাড়া আরসিবি দলে বিরাট কোহলি শুধু একাই নয় ফ্যাপ ডুপ্লেসিস, ম্যাক্সওয়েলরা দুরন্ত হস্তের মধ্যে রয়েছেন। আরসিবি দলের এই প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যানকে আটকানোর জন্য রাজস্থান দলের বোলারদের বেশ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে সেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়।

যদি এই তিন ব্যাটসম্যানকে আটকে দিতে পারে রাজস্থান দলের বোলারা তাহলে ম্যাচ তাদের পুরো হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারে সেটা নিশ্চিত। তবুও চাপে থাকবে রাজস্থান কারণ এবারে আরসিবি দলের বোলারা বেশ ভালো পারফরম্যান্স

ব্যাট হাতে লড়াই করলেন শুধু শ্বদ্বিমান সাহা ও অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। এছাড়া বারিরা সব ব্যর্থতার খাতায় নাম লেখালেন। লখনউ-এর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে প্রভাব দেখাতে পারল না গুজরাট। শনিবার টসে যেতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেল হার্দিক পাণ্ডিয়া। ব্যাট করতে নেমে শ্বদ্বিমান সাহা লখনউ দলের বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে লড়াই চালালেও, ফর্মে থাকা শুভমন গিল এদিন কিছু করতে পারলেন না। কোনা রান না করেই তিনি আউট হয়ে যান। তবে শ্বদ্বিমান হাল ছেড়ে দেন নি। এদিন ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তা এনে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন হার্দিক। আর দুজনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে অর্ধশতাধিক রানের পার্টনারশিপ যোগ করে দেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ৪৭ রান করে শ্বদ্বিমান আউট হয়ে যান। এরপর হার্দিক একাই দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সঙ্গী হিসেবে কাউকে পান নি। বিজয় শংকর, মিলাররা প্রত্যেকেই ব্যাট হতে ব্যর্থ হন। তবে হার্দিক যে ৬৬ রানের ইনিংসটা খেললো সেটা মোটেই টি-টোয়েন্টির যোগ্য ইনিংস নয়, এই রান করতে হার্দিক ৫০ বল খেলে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত গুজরাট কুড়ি ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৫ রান তুলতে পারে। ক্রল পাণ্ডিয়া চার ওভার বল করে যোলো রান খরচ করে দুই উইকেট তুলে নেন। সহজ রানের লক্ষ্যমাত্র তারা করতে নেবে দুরন্ত শুরু করে লখনউ দলের দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল ও মোয়াস। তবে মোয়াস ১৯ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু রাহুল ব্যাট হাতে থেমে থাকেননি তিনি তার খেলা চালিয়ে যান। তার খেলা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সকলেই সমালোচনা করছেন আর তিনি তার খেলা যোগ্য জবাব দিয়ে দিলেন ব্যাট হাতে, সেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়। একটা সময় রাখলরা যে ম্যাচ জিতে ভেঙে সতি ফেরে নিয়েছিল সমর্থকরা আর হবে নাই বা কেন, হতে সাত উইকেট দরকার বারো রান। কিন্তু পারলো না তারা। ব্যাট হাতে রান তো পেলেন লোকেশ রাহুল কিন্তু একটা জেতা ম্যাচকে জিরিয়ে তিনি মাঠ ছেড়ে পারলেন না। ব্যাট হাতে রানে ফিরেও ঘরের মাঠে শেষ ওভারে দায়িত্বজ্ঞানই ব্যাটিং করে দলকে না জেতাতে পারায় সমালোচনা আরও রিপূর্ণ হলো রাখলকে নিয়ে।

আজকের ম্যাচেও বাদের তালিকায় স্টোকস, পুরোপুরি সুস্থ হতে এক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি— আবারও চাপের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস দলকে। রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স এর বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে চেন্নাই শিবিরে আরো একটি দুঃসংবাদ বয়ে এলো। চোটেরর জন্য এর্মনিতেই চেন্নাই দলের হয়ে খেলতে নামতে পারছিলেন না দলের সব থেকে দামি ক্রিকেটার ইন্ল্যান্ড অলরাউন্ডার বেন স্টেকস। তবে তিনি আজকের ম্যাচেও চেন্নাইয়ের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারছেন না কলকাতার বিরুদ্ধে। তিনি এখনো পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। দলের গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি অলরাউন্ডার বেন স্টেকসকে চোটের কারণে আরও এক সপ্তাহ পোওয়া যাবে না। চেন্নাইয়ের সব থেকে দামি ক্রিকেটার স্টোকস। আইপিএলের নিলামে ১৬ কোটি

‘এটি আমার কেরিয়ারের শেষ পর্ব’ ব্যাট হাতে আজই ইডেনে ধোনিযুগের চিরসমাপ্তি!

সৌরেন দত্ত

আজই কি শেষবার! প্রশ্ন তো এটাই! শেষবার কলকাতায় নিজের আইপিএল কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন ধোনি। এটাই কি ধোনির শেষ ম্যাচ হতে চলেছে ইডেনে! ম্যাচটা রবিবার ছুটির দিনে তাই স্টেডিয়াম ভর্তি থাকবে সেটা নিশ্চিত কিন্তু থাকবে সকলের মন জুড়ে ধোনিকে নিয়ে আলাদা একটা আবেগ। তাই আজকের খেলায় ঘরের ছেলোদের সমর্থনের পাশাপাশি ক্রিকেটের নানন কাননের, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত শুধুই ধোনি আবেগ ছড়িয়ে থাকবে সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না।



মন খারাপের দিন এটা সম্ভবত বলা যেতেই পারে... আসলে এই খবরটা শোনার পরই সকলের মনটাই কিছুটা খারাপ হয়ে গেছিল সেটা আর কিছুই না প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় অখিনায় এবং সকলের প্রিয় মহেন্দ্র সিং ধোনি চলতি আইপিএল খেলার পরই নিজের ব্যাট ও প্যাড সারা জীবনের জন্য তুলে রাখবেন। এই কথাটা তিনি আগেই জানিয়েছিলেন আর তার এই বক্তবোর পর সকলেরই মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। আবারো একবার ধোনি নিজের আইপিএল কেরিয়ার নিয়ে বার্তা দিলেন কলকাতায় আসার আগেই। যা শুনে আবারো উত্ত্বিত হয়ে গেল গোটা ক্রিকেট বিশ্বে।

ধোনি আগেই জানিয়েছিলেন তিনি চেন্নাইয়ের মাঠে নিজের আইপিএলের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটা খেলতে চান। এবারে সেরকমই আরো একটা বার্তা দিলেন। আজ কলকাতায় চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স এর খেলা। আর কলকাতায় ইডেন উদ্যানে এটাই মহেন্দ্র সিং ধোনির শেষ খেলা সেটা নিশ্চিত ভাবে বলে দেওয়া যায়। তাই আজ গোটা ইডেনে জুড়ে ঘরের ছেলোদের একটা সমর্থন থাকবে কিন্তু এর পাশাপাশি গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে ধোনি আবেগ যে চারিদিকে বয়ে নেড়াবে সেটা আগাম বলে দেওয়া যায়। আসলে ধোনি আবেগ গোটা বিশ্বজুড়ে রয়েছে সেটা আলাদা করে বলে দিতে হবে না। তাই ধোনি শেষ ম্যাচ সেখানে সকলেই আবেগ তাড়িত হয়ে পড়বেন এটা বলাও অপেক্ষা রাখা নে।

ধোনি আবারও একবার নিজের মুখে বলেই ফেললেন, এটি আমার কেরিয়ারের শেষ পর্ব। তার সংযোজন, ‘এতদিন করোনার কারণে ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পায়নি তবে দুনরায় আবার পেরেছি। খুব ভালো লাগছে ঘরের মাঠে খেলতে পেরে। আর যেখানেই যাচ্ছি খুব ভালো অনুভূতি হচ্ছে। কারণ মানুষরা মাঠে আসছে আবার পুরনো ছন্দে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তারা খুব ভালোভাবে ম্যাচ উপভোগ করছে খুব ভালো লাগছে পুরো ব্যাপারটা দেখে। আগে যেসকল অনুভূতি হত সেরকমই অনুভূতি হচ্ছে এই বিশেষ অনুভূতিটা আলাদা করে বলে বোঝানো বা লিখে বলতে পারব না। এছাড়া আরও একটা কথা যে তাই বলুক, আমি নিজের কেরিয়ারের একেবারে শেষ দিকে এসে পৌঁছছি। তাই আর যে কটা দিন খেলব, উপভোগ করতে চাই। মাঠে নেমে জেতা-হারার থেকে বেশি উপভোগ করার দিকে নজর থাকে আমার। ২০১৯ সালের পরে আবার চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে খেলছি। আর প্রতি ম্যাচে স্টেডিয়াম ভর্তি করে দিচ্ছি সমর্থকরা। চেন্নাইয়ের সমর্থকদের ভালবাসার জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দু’বছর পরে আবার চেন্নাইয়ে খেলার সুযোগ পেলাম। গ্যালারি পুরো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে। দর্শকরা আমাদের ভালবাসা দিচ্ছে। ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমরাের কথা শোনার জন্য তাঁরা থাকছেন। তাঁদের অনেক ধন্যবাদ। ‘ বিশ্বকাপজয়ী ভারতের সেরা অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির এইসব কথা শোনার পরই সকলের মনে একটাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি ধোনি এবারে অবসর নিয়ে নিচ্ছেন। তিনি আগেই বলেছিলেন ঘরের মাঠে অর্থাৎ চেন্নাইতে খেলে নিজের আইপিএল কেরিয়ারের ইতি টানবেন। আর এবারে হোম এন্ড আওয়ে ফরমেটে খেলা হচ্ছে সেখানে কলকাতার বিরুদ্ধে গ্রুপে শেষ ম্যাচ খেলবে ধোনি চেন্নাইয়ে সেটাই কি তাহলে তার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। এখন এই পর্যন্তই সকলের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। যদি ধোনি র দল প্লে অফে খেলার সুযোগ পায় তাহলে প্লে অফের খেলা চেন্নাইতে রয়েছে, সেখানে আরো একবার ধোনি আরো একদফা ঘরের মাঠে নামবেন দলের হয়ে যদি তার এটাই শেষ আইপিএল হয়। ধোনির বোমায় এখন ক্রিকেট বিশ্ব আবেগে ঝলসে গেছে।

দৈনিক স্টেটসম্যান

প্রকাশিত হল নববর্ষা

১৪৩০

বড় গল্প

শেখর বসু, তিলোত্তমা মজুমদার

ছোট গল্প

অমর ত্রিভ

সুতপন চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দেয় গোস্বামী

দীর্ঘ কবিতা

সুবোধ সরকার

প্রবালকুমার বসু

সাফাংকার

ব্রাহ্ম বসু

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়

ডাঃ প্রাবন মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ/স্মৃতিকথা/রম্যরচনা/অমর

শুভাশ্রয়, বিভাস চক্রবর্তী, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ রায়, শংকর নাথ

দেবাশিস বসু, নীপকান্ত চৌধুরী, মণিদিপা সামাল, তপন গোস্বামী

পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার, দেবাশিস পাঠক, নির্মালা মুখোপাধ্যায়

অতীক মজুমদার, শুভদ্রর (অপু) দে, কমল সরকার, শুভ গুপ্ত, ড. প্রিয়মিতা ঘোষ, সুপ্রতিম কর্মকার

আপনার নিকটবর্তী স্টলে অথবা যোগাযোগ করুন আপনার সংবাদপত্র বিক্রেতার সঙ্গে।

মূল্য : ৮০/-

অথবা ফোন করুন ৯৮৩০৮৭৪০৮৭

দা স্টেটসমান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ কামাল গয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্ত। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.

CMYK

epaper.thestatesman.com